NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ মালদা-হামলাকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

২৪ ঘণ্টার বিশেষ মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার চালু করবে কমিশ ২

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৬ ২০ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.04.2026, Vol.19, Issue No. 292, 8 Pages, Price 3.00

‘আসল কালপ্রিটকে ধরেছে সিআইডি-ই’

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হাজারিপাড়া মাঠের এই জনসভা ছিল হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে।

এদিনের সভা থেকে মালদহের সাম্প্রতিক অশান্তি নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক’ বলে বর্ণনা করার পাশাপাশি জানান যে, রাজ্য পুলিশ ও সিআইডি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন বহিরাগত এবং সে বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তিনি আরও দাবি করেন, ভিন রাজ্য থেকে লোক এনে বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই ঘটনায় এক মিম নেতাকেও আটক করা হয়েছে।

মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সিআইডি তাঁর হাতে রয়েছে। কমিশনের হাতে নেই। এই বিষয়ে মমতা বলেন, ‘এনআইএ আসার আগেই আমাদের সিআইডি যেটা এখন আমি দেখি, সেই সিআইডি তাকে গ্রেপ্তার করেছে। মনে রাখবেন সিআইডি কমিশনের হাতে নেই। বাগডোগরা থেকে আসল কালপ্রিটকে ধরেছে সিআইডি।’

বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। ভোটের অধিকার খর্ব করার ষড়যন্ত্র চলছে।’ বিজেপির ‘বিভাজনের রাজনীতি’র বিপরীতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের ‘মানবিক মূল্যবোধের’ কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, এক শ্রেণির প্রতারক চক্র মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাই সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

রাজ্য সরকারের জনহিতকর প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমরা প্রতিশ্রুতি দিই না, কাজ করে দেখাই।’ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, তৃণমূল সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান, বিজেপি শুধু টাকা আর বাহুবল নিয়ে বাংলায় রাজনীতি করতে আসে, অন্যদিকে তৃণমূল মানুষের ঘরের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।

হরিরামপুরের সভা শেষ করে তৃণমূল নেত্রী প্রতিবেশী জেলা উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানেও তাঁর নির্বাচনী জনসভা আয়োজিত রয়েছে। এদিনের সভায় বিপ্লব মিত্র ছাড়াও জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পালাতে গিয়ে ধৃত মূলচক্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের কালিয়াচকে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লো ঘটনায় অভিযুক্ত মূলচক্রী মোফাক্কেরুল ইসলাম। শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আটক করে রাজ্য পুলিশের সিআইডি। তদন্তকারীদের দাবি, বেঙ্গালুরুগামী বিমানে চেপে এলাকা ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি।

পেশায় আইনজীবী এই ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে কাজ করেন এবং অতীতে নির্বাচনী রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, ঘটনার দিন একটি গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে জনতাকে উস্কানি দেন তিনি। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নজরে আসে প্রশাসনের। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে খুঁজছিল পুলিশ।

■ ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলাম।

গ্রেপ্তারের পর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে মোফাক্কেরুল বলেন, ‘এসআইআর-এর নাম করে যেসব মানুষকে ডিভোটার করা হয়েছে, তাঁদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে আমাকে ধরা হয়েছে। এই আন্দোলন আমি করিনি, সুজাপুরে জাতীয় সড়কে বক্তব্য রেখেছিলাম।’

গ্রেপ্তারের পর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে মোফাক্কেরুল বলেন, ‘এসআইআর-এর নাম করে যেসব মানুষকে ডিভোটার করা হয়েছে, তাঁদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে আমাকে ধরা হয়েছে। এই আন্দোলন আমি করিনি, সুজাপুরে জাতীয় সড়কে বক্তব্য রেখেছিলাম।’ তাঁর দাবি, ‘মামলার কাজে যাওয়ার সময় বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ভোটার লিস্টে সবার নাম তোলার লড়াই চলবে।’ অন্যদিকে, এডিজি (উত্তরবঙ্গ) কালিয়াপ্পন জয়রামন জানান, ‘ওই ব্যক্তি উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে। আমরা তাকে ট্র্যাক করছিলাম, সিআইডি ও শিলিগুড়ি পুলিশ যৌথভাবে তাকে গ্রেপ্তার করে।’

রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, ‘ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত, সে কার হয়ে কাজ করছিল।’

মালদহে জোরালো এনআইএ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোথাবাড়ি-কাণ্ডে অবশেষে কলকাতা থেকে সরাসরি সড়কপথে ৪০ জনের এনআইএ টিমের কর্তারা মালদা এসে পৌঁছেছেন। তাদের সঙ্গে এসেছেন অতিরিক্ত ৬০ জন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ ২২টি গাড়ির কনভয় নিয়ে মোথাবাড়ি এলাকায় পৌঁছয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি এনআইএ’র কর্তারা। সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী এজেন্সির ডিআইজি পিএইচ মহেশ নারায়ণের নেতৃত্বেই শুরু হয় তদন্ত।

এদিন প্রথমেই এনআইএ কর্তারা মোথাবাড়িতে এসে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যান। এরপর তারা মোথাবাড়ি থানা, কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। পাশাপাশি, কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস থেকে যে রাস্তা ধরে বিচারকদের গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল সেইসব জায়গাতেও খুঁটিনাটি তদন্ত করেন এনআইএ’র কর্তারা। এছাড়াও মোথাবাড়ি থানা ও সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে বসানো সিসিটিভি ফুটেজের তথ্য সংগ্রহের কথাও জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় ওই তদন্তকারী এজেন্সির পক্ষ থেকে। যদিও এদিন বিকেলে এত বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও এনআইএ-র কর্তাদের উপস্থিতিতে মোথাবাড়ি থানা এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস চত্বর শুনশান হয়ে যায়। অনেকেই কেন্দ্রীয় অফিসারদের জেরার ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করে এলাকা থেকে চলে যান। যদিও সন্ধ্যা পর্যন্ত এনআইএ’র কর্তারা সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে থাকলেও সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনও কিছু জানাননি।

এদিকে, ৭ জন বিচারককে আটকে রেখে হেনস্থা, সুজাপুরের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিশৃঙ্খলা ছড়ানো এবং ইংরেজবাজারে পুলিশের ওপর হামলা গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে মোথাবাড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে এক আইএসএফ প্রার্থী-সহ ২৪ জন। এদিন শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ মোথাবাড়ি থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের এডিজি কে জয়রামন। তিনি বলেন, শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে বিমানে করে বেঙ্গালুরু পালানোর চেষ্টা করেছিল ওই দুইজন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিআইডি ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। মোথাবাড়ি এবং সুজাপুর এলাকার অবরোধ ও গোলমালের মূল কান্ডারী তথা মিম নেতা মোফাক্কারুলের ইসলাম। তার সঙ্গে ছিল আরও এক সাগরেদ একরামুল বাগানি। এছাড়াও বৃহস্পতিবার মোথাবাড়ি কাণ্ডে এক আইএসএফ প্রার্থী-সহ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বাকি ৬ জনকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সকলকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মুখ্যসচিবের নির্দেশ

■ **আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদহের সাম্প্রতিক অশান্তির পর রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। শুক্রবার নবান্ন থেকে সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল। সূত্রের খবর, বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সর্বাধিক অগ্রাধিকার। তাই বিশৃঙ্খলা বা উত্তেজনা দেখা দিলে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে।**

পুর-নিয়োগ তদন্তে ফের জিজ্ঞাসাবাদ দুই মন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার এই মামলার তদন্তে রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই তিন বার তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে জমি দখলের মামলায় তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি।

ঘটনাচক্রে, তিন জনেই এ বার বিধানসভা ভোটে আবার তাঁদের পুরনো কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। সুজিত বিধাননগরে, রথীন মধ্যমগ্রামে এবং দেবাশিস রাসবিহারীতে। ফলে তৃণমূলের তরফে বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এর পরেই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অরূপ বলেন, ‘এটা বাংলার মাটি। কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিজেপি বাংলা দখল করতে পারবে না।’

ইডি সূত্রের খবর, সুজিতকে সোমবার (৬ এপ্রিল) এবং রথীনকে বুধবার (৯ এপ্রিল) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সের দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সে দিন দুই প্রার্থীরই বিভিন্ন পূর্বঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। ২০২৩ সালের অক্টোবরে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী রথীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সে সময় তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ২০২৪ সালে জানুয়ারি এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে মন্ত্রী সুজিতের দপ্তর এবং বাড়িতে হয়েছিল ইডি-অভিযান। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের ঠিকানাতেও তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি।

অনুমতিহীন মিছিল-জমায়েতে গ্রেপ্তারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট শুরু হতে এখনও দিন ২০ বাকি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে। এমনকী কলকাতায় সিইও দপ্তরে গত মঙ্গলবার যেভাবে বিক্ষোভ চলেছে, তা নজিরবিহীন। মালদহের কালিয়াচকের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিতে হয়েছে কমিশনকে। ভোট ঘোষণার পর এমন তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার নজিরও খুব বেশি নেই। পরপর এমন সব ঘটনার পর কড়া নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের কোথাও বেআইনি জমায়েত করা যাবে না।

মালদহের ঘটনার জেরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। তড়িঘড়ি ডাকা ভার্চুয়াল বৈঠকে পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের একপ্রকার তিরস্কারই শুনতে হল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘অনুমতি ছাড়া কোনও মিছিল বা জমায়েত হলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে হবে।’ পাশাপাশি হুঁশিয়ারি, গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের হতে পারে। বৈঠকে রাজ্যের ডিজি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কমিশন। সিইসি-র কড়া মন্তব্য, ‘সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থতা কেন?’ স্ট্র্যান্ড রোডে সিইও দপ্তরের সামনে দীর্ঘদিনের বিক্ষোভ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এক আধিকারিকের কথায়, ‘সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’ কমিশনের নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ইতিমধ্যেই একাধিক জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। সাফ বার্তা, নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কোনও জায়গা নেই।

গত মঙ্গলবার ফর্ম ৬ নিয়ে সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা। পরে তাঁদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিজেপি সমর্থকদের। পুলিশের সঙ্গেও ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, বুধবার মালদহে এসআইআরের কাজে দায়িত্বরত সাত বিচারককে ৬-৭ ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় কমিশনের দিকেই দায় ঠেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, কমিশন উত্তর চেয়েছে ডিজি-র কাছে। এই সব বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এরপরই তড়িঘড়ি জমায়েত বন্ধ করার নির্দেশ দিল কমিশন।

ভোটের ফলের পরও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ফলপ্রকাশের পরেও রাজ্যে থাকবে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোট পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত কমিশনের। থাকবে ৫০০ কোম্পানি সিএপিএফ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ইভিএম, স্ট্রং রুম এবং গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য থাকছে ২০০ কোম্পানি সিএপিএফ। যতক্ষণ না গণনার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের রেখে দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নানা জায়গাতেই রিপোলের দাবিও ওঠে। তাই সে ক্ষেত্রে যাতে নতুন করে কোনও গোলযোগ না হয়, নতুন করে যাতে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি না হয়, স্ট্রং রুম যাতে নষ্ট করে ফেলা না হয়, ইভিএমের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় এই সমস্ত কারণেই আরও ২০০ কোম্পানি সিএপিএফ জওয়ানদের রাখা হচ্ছে।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই এই পদক্ষেপের পথে হাঁটছে কমিশন। প্রায় প্রতি ভোটেই বেনজির হিংসার অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন শেষ হলেও ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগেরও অন্ত নেই। ঝরেছে রক্ত, গিয়েছে প্রাণ। শেষ বিধানসভা নির্বাচনে নিহত অভিজৎ সরকার থেকে উপনির্বাচনে তামান্নার মৃত্যুতে বারবার প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে। অনেকেই বলছেন, সেই সব ছবি মনে করেই আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। সে কারণেই আগেভাগে প্রস্তুতি।

তবে এই প্রথম যে ভোটের পরে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকতে চলেছে এমনটা নয়। এর আগেও সেই ছবি দেখা গিয়েছে। কিন্তু এভাবে এই বড় সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। সোজা কথায়, ভোটের সময় বাংলায় মোতায়েন থাকছে আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যে ভোট মিটলে বাংলায় থেকে যাচ্ছে ৭০০ কোম্পানি।

‘যুদ্ধ-ধ্বস্ত হরমুজে নাবিক-মৃত্যু ভারতেরই’

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: যুদ্ধের জেরে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার বিষয়ে ৬০ দেশের বৈঠকে সরব হল ভারত। ব্রিটেনের ডাকা হাই প্রোফাইল বৈঠকে নয়াদিল্লি মনে করিয়ে দিল, ভারতই একমাত্র দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজে যাদের একাধিক নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধে না জড়িয়েও এত বড় ক্ষতি হয়েছে শুধুমাত্র ভারতের।

বৃহস্পতিবার রাতে হওয়া হরমুজ উন্মুক্তকরণ বৈঠকে আন্তর্জাতিক জলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সওয়াল করেন ভারতের প্রতিনিধি বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। বৈঠকে ভারত কী বক্তব্য রেখেছে, শুক্রবার সেই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। সেখানে জানানো হয়েছে, ‘বৈঠকে বিদেশ সচিব ভারতে জ্বালানি সংকট এবং দেশে তার প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরেন। এইসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলায় একমাত্র ভারতের নাবিকের মৃত্যু হয়েছে।’

আন্তর্জাতিক বৈঠকে মিশ্রি মনে করিয়ে দেন, জ্বালানি সংকটে ভারত অস্বস্তিতে পড়ায় তার প্রভাব পড়ছে গোটা পশ্চিম এশিয়ায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল অবিলম্বে যুদ্ধের অবসান। যত বড় সমস্যাই হোক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে কূটনীতি ও আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

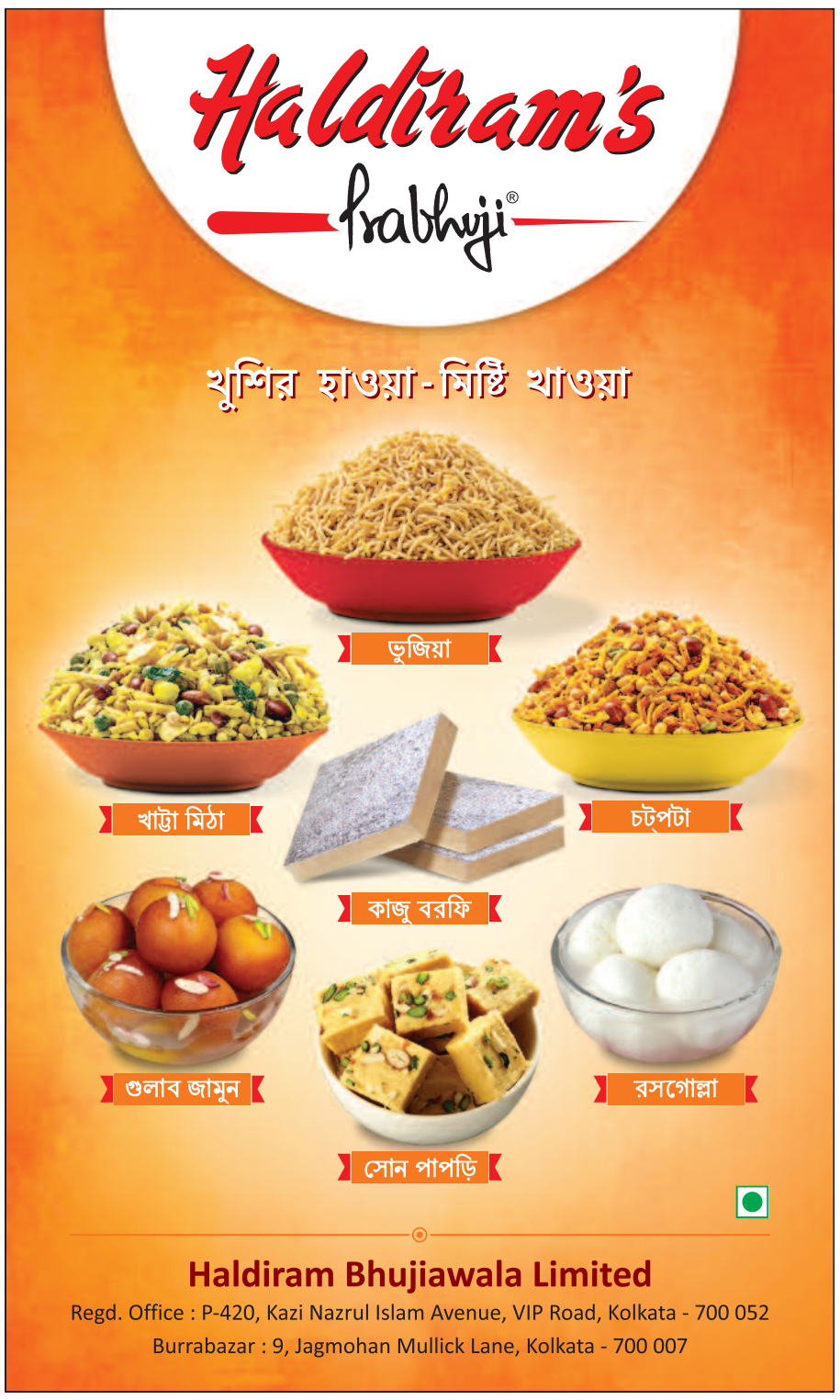

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
আমি ইকাবুল সেখ, ৩১/৩/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট আমি Ikabul Shaikh ও Ikbal Sk ও আমার পিতা Aram Shaikh ও Aram Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী
24/3/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Shaswata Biswas ও Aswata Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হইল

CHANGE OF NAME
I, **Ashim Kumar Dey** S/o - Lt. Niranjan Kumar Dey, resident of Tehatta Bargidanga Para, Village + PO. - Tehatta, P.S - Tehatta, Dist.- Nadia, Pin - 741160, WB do hereby declare that I have changed my name from **Ashim Kumar Dey** to **Asim Kumar Dey** and henceforth I shall be known as **Asim Kumar Dey** in all purpose, vide affidavit no. 22 sworn before the Notary Public at Tehatta, Nadia on dated 31/03/26. **Asim Kumar Dey** and **Ashim Kumar Dey** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, **Gautami Dutta Roy** W/o, Partha Pratim Dutta Roy, D/o, Late Bidyut Ranjan Majumder R/a, Urban Sabujayan, Building No. 111, Flat No. A1, Madurdaha, Jagatipota, P.O. - Mukhundapur, P.S. - Anandapur, near Kolkata Public School, Kolkata - 700099 do hereby solemnly affirm and declare that my actual and correct name is Gautami Dutta Roy & before marriage my name was Gautami Mazumdar. That after getting marriage surname has been changed from Mazumdar to Dutta Roy. That **Gautami Dutta Roy** and **Gautami Mazumdar** is the same and one identical person vide Affidavit No. 01 dated 06.02.2025 before the Notary Public at Alipore.

NAME CHANGE
I, SK Taslimuddin Ahamed S/o SK Sultan Ahamed, residing at 152 Bandipur Road, P.O. & P.S. Bansdroni, Kolkata – 700 070, West Bengal, vide an affidavit no. 30609 before the 1st class Judicial Magistrate, Alipore on 01.04.2026 that SK Taslimuddin Ahamed, MD Taslimuddin and Taslimuddin SK S/o SK Sultan Ahamed, Md. Sultan SK and Sultan SK is the same one an identical person.

AFFIDAVIT
I, **Amal Bera** S/O Prafulla Kumar Bera residing at vill- Amdai, P.O.- Amdai, P.S.-Jhargram, Dist-Jhargram, PIN - 721513 shall henceforth be known as Amal Kumar Bera as declared before the Ld Judicial megistrate 1st class at Jhargram vide affidavit no 3318 dated 25. 03.26. Amal Bera and Amal Kumar Bera both are same one and identical person.

AFFIDAVIT
I, Ashok Bhuniya S/o Late Lakshmipada Bhuniya, aged about 73 yrs, by religion Hindu, of Vill & P.O. Natibpur, P.S. Khanakul, Dist Hooghly, declare that my Aadhaar Card being no. 479419696882 & in my PAN card being no. FHL PB9852C where my & my father name has been noted as Ashok Bhuniya, S/o Lakshmipada Bhuniya & in my Madhyamik Admit Card of W.B.B.S.E Index No. 072-253 & Madhyamik certificate of WBBSE being no. 273 where my & my father name has been noted as Asoke Kumar Bhuiya S/o Late Lakshmipada Bhuiya & in my ration card being no. PHH0016121753 where my & my father name has been written as Ashok Bhuiya S/o Laxmipada Bhuiya, vide affidavit Sl. No.- 1921 from Ld. 1st Class Judicial Magistrate Arambagh Court dated-18/03/2026 declared that Ashok Bhuniya & Asoke Kumar Bhuiya & Ashok Bhuiya S/o Lakshmipada Bhuniya & Late Lakshmipada Bhuiya & Laxmipada Bhuiya is one and same identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন
গত 11/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7528 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Akkash Ali (old name) S/o. Late Sk Chhakayat Ali, R/o. Belgachhia, Kharua, Gurap, Hooghly-712308, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Akkash Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Akkas Ali (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Akkas Ali & Sk Akkash Ali S/o. Late Sk Chhakayat Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6291 নং এফিডেভিট বলে আমি Sourav Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samar Dey ও Samar Dedy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8431 নং এফিডেভিট বলে আমি Ajinara Begum (old name) W/o. Sk Abdul Ohid, R/o. Beta Purba, Sinet, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ajinara Begum নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajinara Begam (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ajinara Begam & Ajinara Begum W/o. Sk Abdul Ohid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমরা, ১) নীরদ কুমার ভট্টাচার্য ২) অনিল কুমার ভট্টাচার্য ৩) সুনীল কুমার ভট্টাচার্য ৪) স্বদেশ কুমার ভট্টাচার্য, সকলের পিতা স্বর্গীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ৫) শীলা ব্যানার্জি স্বামী-নলিনাক্ষ ব্যানার্জি ৬) পিনাকী ভট্টাচার্য পিতা-শ্যামদাস ভট্টাচার্য ৭) চন্দ্রিমা সামন্ত স্বামী-সঞ্জীব সামন্ত, সকলের ঠিকানা সাং নরেন্দ্র পল্লী, পোঃ+থানা-চাকদহ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, জেলা-নদীয়া, পিন- 741222। পক্ষে বিগত ইং-07/11/2005 তারিখে IV- 4 নং বাহির 80 নং আমমোক্তারনামা দলিল অরুন কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় স্বর্গীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য নিযুক্ত করেন। **তপশীল:**- মৌজা-২৩ নং উত্তর ঘোষ পাড়া, খতিয়ান-১৭৯২, দাগ-৭৮০, পরিমান- ৪.২ শতক জমি ক্রয় করেন, মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নোটীশ
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে **শ্রীমতী সীতা দেবী** স্বামী ৺জনার্দ্দন প্রসাদ সিং তাহার পুত্র **পিযুষ সিং** পিতা ৺জনার্দ্দন প্রসাদ সিং, আদি সাং- চন্দ্রকোনা রোড, পোঃ- সাতবাঁকুড়া থানা-গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, হাল সাং 2 Laxmi Asharam Apartment, Nalanda Colony Khajpura, P.O - BV College, P.S - Shastrinagar, Dist- Patna, State Bihar, Pin - 800014, মহাশয়কে Book No-4, Deed No -513, Date 09/07/2022, D.R. Office, Patna, Gov of Bihar আমোক্তারনামা মূলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিম্ন তপশীল সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোনো আপত্তি থাকে অত্র নোটিশের ৭ দিনের মধ্যে বি, এল, আর, ও গড়বেতা -৩, মোকামে সমস্ত কাগজ পত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। **তপশীল:**- মৌজা-পাথরা, জে, এল, নং- ৬৬৫, খতিয়ান নং- ১৭৭, দাগ নং- ৭৩, পরিমান - ৮১ ডেঃ
Jayanta Singh (Advocate)
Judge Court & Garhbeta Court
Paschim Medinipur

NOTICE
This announcement is for all concerned that my client Mr. Sanjeev Saxena, at present residing at Flat no-4B, 1505, Godrej Royale Woods, Devanahalli, Pin-562110, Karnataka, lost his two propriety Deeds vide Deed nos.-985/1976, and 897/1990, both are duly registered at ADSR, Serampore, Hooghly, from his custody on 21/02/2026, at Chikkajala to Devanahalli Town, and he reported the matter on 25/03/2026, before the Bengaluru City Police Station, vide no-2123998/2026, to that effect. If any person or persons got the above-mentioned deeds, then please contact above named police station or this number 9902334156.
ADVOCATE
Kashinath Das
Serampore Court

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ ঠা এপ্রিল, ২০ শে চৈত্র । শনি বার । দ্বিতীয়া তিথি । জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের, বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশাকাল, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ঞ নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে।পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(ইস্টার স্যাটারডে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

সোনামুখী ও ইন্দাস বিধানসভায় জোড়া প্রার্থীর সমর্থনে সভা অভিষেকের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

সোনামুখী বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ডঃ কল্লোল সাহা এবং ইন্দাস বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদীর সমর্থনে পাত্রসায়রের গোরুরহাট মাঠে সভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শুরুতেই তিনি মাতৃ শক্তিকে সম্মান জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেনষ। তিনি বিজেপি কটাক্ষ করে বলেন, যাঁরা বাংলাকে শোষিত করে রেখেছে তাঁরা যোগ্য জবাব পাবে। সোনামুখী এবং ইন্দাস এই দুই বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। সোনামুখী বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি নিখোঁজ বিধায়ক বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। বাংলার আবাস যোজনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের নাম নেই কিন্তু দিবাকর ঘরামী স্ত্রীর নাম বাংলার আবাস যোজনায় এসেছিল। ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল কুমারকে নিখোঁজ বিধায়ক বলে কটাক্ষ করেন তিনি। ইন্দাসের বিধায়ক প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, স্টেডিয়াম করার কথা ছিল কিন্তু করেনি।

আকুই মহিলা কলেজ তৈরি হয়েছে, অনেক নদীর সেতু তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। সোনামুখী নফর ডাঙায় শালী নদীর উপরে সেতু, দমকল, সোনামুখী গ্রিন সিটি শহর হয়েছে, সোনামুখীর মা স্বর্ণময়ী মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও দামোদর নদের বাঁধ হওয়ার ফলে নিত্যানন্দপুর লাগোয়া মানুষ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিজেপির উদ্দেশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, আমার চ্যালেঞ্জ সোনামুখী আর ইন্দাস বিজেপি বিধায়ক রিপোট কার্ড নিয়ে আসুন, ল্যাজে গোবরে করে মাঠের বাইরে না করতে পারলে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।

লদী ভাণ্ডার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই, যতদিন আমাদের সরকার থাকবে ততদিন আপনারা লদীর ভাণ্ডার পাবেন। মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়ে কথা রাখেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মোদী টাকা কেটে নিচ্ছে আর মমতা ব্যানার্জি লদী ভাণ্ডার ব্যাংকে দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, দুয়ারে দুয়ারে স্বাস্থ পরিষেবা চালু করা হবে, প্রবীণ নাগরিকদের সবাইকে বার্ধক্যভাতা দেবেন মমতা ব্যানার্জি। এছাড়া সকল মানুষের জন্য পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। ইন্দাসে ৮০ হাজার জন মহিলা লদী ভাণ্ডার পাচ্ছেন। কৃষকবন্ধু, যুব সাথী, কন্যাশ্রী পেয়েছেন এই দুই বিধানসভার মানুজন। ৭১টি রাস্তা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার হয়েছে সোনামুখী বিধানসভায় এবং ২০৭ টি রাস্ত নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ,সংস্কার হয়েছে ইন্দাস বিধানসভায়। বিজেপির উদ্দেশ্য তিনি বলেন, পাঁচ বছরে কোনো টাকা দেয়নি কেন্দ্র সরকার। দাঙ্গাই বিজেপির মূল অস্ত্র, উন্নয়ন তৃণমূলের অস্ত্র। রাসুলপুরে কোল্ড স্টোরেজ হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তৃণমূল প্রার্থীদের এমনভাবে জেতান যাতে বিজেপি আগামী ১০৯ বছর প্রার্থী খুঁজে না পায়। যাঁরা আমাদের বাংলাকে অপমানিত করেছে তাঁদের ভোট শিক্ষা দেবে বাংলার জনগণ।

ভুয়ো মার্কশিটে চাকরি, শেষমেশ রেহাই মিলল না হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় চার দশকের চাকরি; তবু শেষরক্ষা হল না। ভুয়ো মাধ্যমিক সার্টিফিকেট জমা দিয়ে বিএসএফে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে অবশেষে কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার সূত্রপাত বহু বছর আগে।

১৯৮৯ সালে কনস্টেবল পদে যোগ দেন এক ব্যক্তি। পরে তদন্তে উঠে আসে, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিই ভুয়ো। একাধিকবার প্রশাসনিক যাচাইয়েও একই তথ্য সামনে আসে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পরও আদালত তাঁর পক্ষে দাঁড়াল না। বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, যোগ্যতা না থাকলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীতে থাকা যায় না। আরও বলেন, ভুয়ো নথি দিয়ে চাকরি নেওয়া নৈতিকতাকে আঘাত করে। আবেদনকারীর দাবি ছিল, তদন্তে বিলম্ব হওয়ায় শাস্তি শিথিল হওয়া উচিত। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই বিলম্বের জন্য দায়ী নিজেই আবেদনকারী, কারণ তিনি বিভিন্ন আদালতে মামলা করেছেন। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ বহাল রেখে চাকরি খোয়াতে হল প্রাক্তন জওয়ানকে।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের পদযাত্রা। ছবি: অদিতি সাহা

বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পারমিতা রায় প্রচার করছেন রাজা বাজারের মালো পাড়া অঞ্চলে। ছবি: অদিতি সাহা

প্রকাশিত এসআইআরের লিস্টে নাম খোঁজার চেষ্টায় এক মহিলা।

মালদা-হামলাকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদায় বিচারপতিদের উপর আক্রমণ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্রতর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘটনাটিকে সরাসরি শাসকদলের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

শুভেন্দুর কথায়, বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার; এই হামলার পেছনে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে বিচারব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে আগেও একাধিকবার অশান্তি তৈরি হয়েছে। এজলাসে বাধা, স্লোগান, বিশৃঙ্খলা; এসব নতুন নয়, বলেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। অথচ বাস্তবে তিনি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলয়েই সক্রিয়। শুভেন্দু আরও বলেন, আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, মালদার এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে শাসকদলের পরিকল্পিত ও পরিচালিত। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও শাসকদলের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু ঘটনাটি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।

বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বিজলিমণি চা-বাগানে সাংসদ রাজু বিস্তার প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে শুক্রবার বিজলিমণি চা বাগানে কোমর বেঁধে প্রচারে নামলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন চা শ্রমিকদের মাঝে পৌঁছে তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং হাত জোড় করে পদ্ম শিবিরে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। প্রচার চলাকালীন বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রাজু বিস্তা দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের উদাহরণ টেনে সাংসদ অভিযোগ করেন যে, সেখানে চা শ্রমিকরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেলেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা সেই তুলনায় বঞ্চিত। এদিন চা শ্রমিকদের বড়সড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজু বিস্তা জানান, রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩৫০ টাকা করা হবে এবং তাঁদের জমির পাট্টা বা মালিকানার অধিকার দেওয়া হবে। এবারের নির্বাচনকে কেবল জল, রাস্তা বা নিকাশি নালা তৈরির লড়াই হিসেবে দেখতে নারাজ সাংসদ। তাঁর মতে, ২০২৬-এর এই লড়াই আসলে 'বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই'।

রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নেতাদের নিরাপত্তা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশন বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের জন্য নিরাপত্তা পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা প্রত্যাহারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে বা যাঁরা জামিনে বা প্যারোলে রয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের নিরাপত্তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। একইসঙ্গে যাঁদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদা বা প্রকৃত হুমকির ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রাপ্য নয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সুরক্ষা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র ও পুলিশ জেলার ভিত্তিতে বর্তমানে কারা নিরাপত্তা পাচ্ছেন, তাঁদের নাম ও পদবি সহ বিস্তারিত তালিকা দ্রুত পাঠাতে হবে। এই তথ্য কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, রাজ্যের পুলিশ নোডাল অফিসারকে (এসপিএনও) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট দ্রুত জমা দিতে।

২৪ ঘণ্টার বিশেষ মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার চালু করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের আগে ভুয়ো খবর, প্রোপাগান্ডা বা বিধিভঙ্গ রুখতেই এই নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশন ভোটমুখী অন্যান্য একাধিক রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ২৪ ঘণ্টার বিশেষ মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার চালু করছে। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন। চিঠিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিভঙ্গ দ্রুত চিহ্নিত করা এবং রিয়েল-টাইমে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 'ডেডিকেটেড ২৪ঘণ্টা ও ৭দিন মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার' গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়া; দু'দিকেই নজর রাখা হবে।

নির্দেশ অনুযায়ী, সিইও দপ্তরে আলাদা মনিটরিং রুম তৈরি করতে হবে, যেখানে একাধিক স্ক্রিনে অন্তত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি শিফটভিত্তিক কর্মী মোতায়েন করে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য আলাদা ডেস্ক ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

কোনও নির্বাচনী অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং প্রতিদিনের রিপোর্ট তৈরি করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানের জন্য আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স ডাকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। দুপুর ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত চলে এই বৈঠক। বৈঠকে মিডিয়া মনিটরিং এবং প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৯ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার

ফের ইডির ডাক?

■ কলকাতায় ভোটের আবহ ক্রমশ তপ্ত, আর সেই সময়েই তদন্তের জালে ফের ধরা পড়লেন শাসকদলের প্রার্থী দেবাশিস কুমার। চার দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে হল তাঁকে। সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে দেবাশিস কুমারকে প্রশ্ন করা হয়, আবার ডাকা হল? উত্তরে যদিও তিনি বলেন না বলেন। পরে বলেন, যা বলার পার্টি বলবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জমি লেনদেন ঘিরে একাধিক আর্থিক অনিয়মের সূত্রেই উঠে এসেছে তাঁর নাম। তদন্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, এক ব্যবসায়ী নাকি বেআইনি জমির মালিকানা বৈধ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সহায়তা চেয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই সন্দেহ ঘনীভূত। এই জেরায় মূলত অর্থের উৎস, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক এবং সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি দেবাশিস কুমার। অন্যদিকে শাসকদলের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাল্টা সুরে বিরোধীদের অভিযোগ, দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে। সম্প্রতি দুই ব্যবসায়ীর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশিতে গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। ফলে, এই মামলার বিস্তার আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ

■ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল রাজনৈতিক তরজায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সিপিএম। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইদ উপলক্ষে রেড রোডের এক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এই অভিযোগ। সিপিএমের দাবি, ধর্মীয় মঞ্চকে ব্যবহার করে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা কমিশনের নির্ধারিত বিধির পরিপন্থী। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বারবার একই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কমিশনের উচিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করা। এদিকে আরেকটি পৃথক চিঠিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগও তুলেছে সিপিএম। তাদের বক্তব্য, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োগ করা হচ্ছে, যা নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলতে পারে।

২৯২ টি কেন্দ্রে ৯৭৮টি মনোনয়ন জমা!

■ অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ১৫২টি কেন্দ্রে মোট ৮৪৬টি মনোনয়ন জমা পড়েছে, যেখানে প্রার্থী সংখ্যা ৪৮৪। দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে জমা পড়েছে ১৩২টি মনোনয়ন বলেই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও কমিশন আরও জানিয়েছে, ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এক আধিকারিকের কথায়, নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই কড়াকড়ি। ভোটগ্রহণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য বিধানসভা ভোটের আগে প্রশাসনকে কার্যত কঠোর বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের নির্দেশ স্পষ্ট করে দিল কমিশন। ভিডিও বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্তাদের সামনে বলেন, সহিংসতা, ভয় দেখানো বা ভোটার প্রভাবিত করার কোনও ঘটনাই বরদাস্ত করা হবে না।

নিষ্পত্তি ৫২ লক্ষ, ৭ এপ্রিলের মধ্যে ভোটার যাচাই দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোটের কাউন্টডাউনের মধ্যেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। অষ্টম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, বাকি কাজ শেষ করতে আর মাত্র কয়েকদিন সময় লাগবে। লক্ষ্য;৭ এপ্রিলের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, এখনও প্রায় আট লক্ষ আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। তবে যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে, তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব নিষ্পত্তি সম্ভব। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫২ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সূত্রের দাবি, চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের পর ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম যাচাইয়ের আওতায় এসেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হয়েছে। একইসঙ্গে, ভোটার তালিকা থেকে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ নাম বাদ পড়েছে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে প্রশাসনিক স্তরে। এই গোটা প্রক্রিয়া বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে চলছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পর তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এক আধিকারিক জানান, যাচাইয়ের কাজে নিযুক্তদের সুরক্ষায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে যাঁদের নাম এখনও তালিকায় ওঠেনি, তাঁদের জন্য ট্রাইব্যুনালের পথ খোলা থাকলেও, সেই প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ভোটের আগে তালিকা চূড়ান্ত করার চাপের মধ্যেই চলছে শেষ মুহূর্তের দৌড়। এদিকে বহু ভোটারের নাম বাদ পড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষদের একটা অংশের মধ্যে। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মালদার ঘটনা প্রাক্তন বিচারকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রথম দফায় রাজ্যে ভোট ২৩ এপ্রিল। মনোনয়নের শেষ দিন ৬ এপ্রিল। ওইদিন পর্যন্ত ১৫২ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় যতজনের নাম থাকবে, তাঁরাই ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অন্যদিকে, যে ১৪২ আসনে ২৯ এপ্রিল ভোট, সেখানে মনোনয়নের শেষ দিন ৯ এপ্রিল। ততদিন পর্যন্ত যাঁদের নাম থাকবে, তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভবানীপুর-কাণ্ডে কড়া বার্তা, দুই ডিসিপিকে জবাবদিহির নোটিস দিল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে ভবানীপুরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে এবার পুলিশের অন্দরেই ধাক্কা। কলকাতা পুলিশের দুই ডেপুটি কমিশনারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল লালবাজার। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা ঘিরে বুধবারের কর্মসূচি ক্রমশ অশান্তির রূপ নেয়। হাজরা থেকে রোড শো করে কালীঘাটের দিকে এগোতেই দুই শিবিরের মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হয়। শুরু হয় বচসা, তারপর ধস্তাধস্তি; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা, কী ভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, তার ব্যাখ্যা দিতেই হবে। এর আগেই নির্বাচন কমিশনের তরফে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। কমিশনের এক শীর্ষ কর্তা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আইপিএস অফিসার হয়ে শহর সামলাতে পারছেন না? ঘটনার পর একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই পদক্ষেপ 'সতর্কবার্তা'; আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনায় দায়ের হয় একাধিক এফআইআর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি জমায়েত, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, উত্তেজনা ছড়ানো এবং শান্তিভঙ্গের অভিযোগে আলিপুর থানায় দু'টি ও কালীঘাট থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ কমিশন সরাসরি প্রশ্ন তোলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কড়া মন্তব্য, শহর সামলাতে না পারলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না, তা ভেবে দেখা উচিত। বুধবার হাজরা মোড়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ ঘিরেই এই বিতর্ক। বিজেপির অভিযোগ, আমাদের অনুমতি ছিল, কিন্তু অন্য পক্ষ অনুমতি ছাড়াই জমায়েত করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেছে। ভোটের মুখে এই এফআইআরকে ঘিরে স্পষ্ট বার্তা; আইন ভাঙলে রেয়াত নেই।

এনআরএসে সিসিইউয়ের ছাদ ভেঙে আতঙ্ক, তড়িঘড়ি রোগী সরানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের সিসিইউতে হঠাৎ ছাদের অংশ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে, যদিও তা সামনে আসে শুক্রবার। তখন ওই ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন ১২ জন রোগী। আকস্মিক বিপর্যয়ে তাঁদের দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় হতাহতের খবর না মিললেও কাঠামোগত ক্ষতির ছবি স্পষ্ট। ছাদে বড় ফাটল, মেঝেতেও চিড়; সব মিলিয়ে ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তড়িঘড়ি মেরামতির কাজে নামে পূর্ত দপ্তর, আপাতত ওই সিসিইউ-তে নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, ১ এপ্রিল প্রথম ফাটল চোখে পড়ে। এরপরই পিডব্লিউডিকে ডাকা হয়খ ফলস সিলিং খুলে ছাদ পরীক্ষা চলছে। তিনি আরও জানান, তরোগীদের এইচডিইউ-তে সরানো হয়েছে, ভবন আপাতত নিরাপদ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

ভোটে বদলি নিয়ে প্রশ্ন, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কয়েক জন আধিকারিকের পুনর্বহাল ও পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, কিছু ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে একই এলাকায় বারবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাঁরা অতীতেও সেই অঞ্চলে নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃণমূলের বক্তব্য, এই ধরনের পুনর্বিন্যাস নির্বাচনী নিরপেক্ষতার মূল নীতির পরিপন্থী। ডেরেকের অভিযোগ, একই ভৌগোলিক পরিসরে দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকলে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয় এবং তা নির্বাচনী সমতা নষ্ট করতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, এই ধারাবাহিকতা ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় তৈরি করছে। দলটি কমিশনের কাছে চার দফা দাবি জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে তদন্ত শুরু, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বদলি এবং নিয়োগ-বদলির নীতিমালা পুনর্বিবেচনা। তৃণমূলের বক্তব্য, নির্বাচন শুধু নিরপেক্ষ হওয়াই নয়, তা নিরপেক্ষ বলেও প্রতীয়মান হওয়া জরুরি। এখন দেখার, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ করে।

দুয়ারে দুয়ারে প্রচারে বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

স্ট্র্যান্ড রোডে কড়া নিরাপত্তা, বন্ধ পার্ক-ফেরিঘাটে নাজেহাল শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী উত্তেজনার আবহে এখন স্ট্র্যান্ড রোড সংলগ্ন এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয়। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মিলেনিয়াম পার্ক এবং সংলগ্ন ফেরিঘাট। পুলিশের দাবি, শান্তি বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে এর জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। বন্ধ থাকবে শিপিং জেটিও। কলকাতা পুলিশের তরফে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়েছে। কবে ফের মিলেনিয়াম পার্ক খুলবে, কবেই বা শিপিং জেটিতে জলযান পরিবহণ স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এক যাত্রীর ক্ষোভ, কোনও দোষ না করেও আমাদেরই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগের বিক্ষোভ ঘিরে। অভিযোগ, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সিইও দপ্তরের সামনে তৃণমূল কর্মীদের জমায়েত ও স্লোগান চলতেই থাকে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সরকারি কাজে বাধা এবং বেআইনি জমায়েত; এই অভিযোগেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে অন্যত্র। স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, যেখানে আগেই সতর্কতা ছিল, সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা কেন? তাঁদের মতে, প্রশাসনিক শৈথিল্যের খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষই। নিরাপত্তা জোরদার করতে আপাতত পুরো এলাকা কার্যত 'নো-এন্ট্রি' জোনে পরিণত। কিন্তু এই কড়াকড়ির দায় কার; বিক্ষোভকারীদের, না কি পরিস্থিতি সামলাতে না পারা প্রশাসনের; সেই বিতর্ক এখন তুঙ্গে।

আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন পর্বকে ঘিরে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন, একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভয় ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। শমীকের কথায়, ক্রমাগত এমন কিছু ঘটছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় এবং সমাজে বিভাজন গভীর হয়। তাঁর দাবি, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা সামনে এনে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা চলছে। কালিয়াচক কাণ্ডে গ্রেপ্তার মূলচক্রীকে ঘিরে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওকে সামনে রেখে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পরও বিষয়টি নিয়ে অস্বাভাবিক নাটকীয়তা তৈরি করা হচ্ছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সব কিছু নির্বাচন কমিশনের অগোচরে হচ্ছে;এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমরা কোনও সংঘর্ষ চাই না, রক্তপাত চাই না।

রাজ্যজুড়ে বাড়ছে গরমের দাপট, রবিতে বৃষ্টি-ঝড়ের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের শেষ লগ্নে রাজ্যজুড়ে গরমের তেজ ক্রমশ চড়ছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিন অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে প্রায় ৩৬ ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, সপ্তাহের শুরু পর্যন্ত পারদ আরও কিছুটা বাড়বে; স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক ডিগ্রি বেশি থাকার সম্ভাবনা। তবে রবিবার থেকেই পরিস্থিতির বদল শুরু হতে পারে। তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও গরমের সঙ্গে আর্দ্রতার জেরে অস্বস্তি বাড়বে। বিশেষ করে কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় ঘাম ঝরানো পরিস্থিতি তৈরি হবে। রবিবার থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি অন্যত্র দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের সতর্কতা জারি। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। উত্তরবঙ্গেও আংশিক পরিবর্তনের আভাস। পাহাড় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন সপ্তাহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে একাধিক জেলায়, যার জেরে তাপমাত্রা কিছুটা স্বস্তি দেবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত।

ভাটপাড়ার মাদ্রাল হনুমান মন্দির লাগোয়া দশটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল দিঘির পাড় এলাকায় অতি প্রাচীন হনুমান মন্দির লাগোয়া দশটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার ভোর রাতে প্রথমে একটি দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে এলাকার লোকজন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। তারপর ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভায়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার বিশ্বনাথ দাস বলেন, রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী উৎসবের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে সব দোকানদার টাকা ধার নিয়েই পুজোর সামগ্রী তুলে ছিলেন। মহাজনদের ধার মেটানোর জন্য দোকানে অনেক টাকা রাখা ছিল। সমস্ত টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক অরুণ সিংহ জানান, মন্দিরের পাশের বাড়ির লোকজন প্রথমে আগুন দেখতে পায়। দমকল আসার আগেই দশটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, প্রত্যেক দোকানদারের কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহাজনদের ঋণ মেটাতে এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের। ঘটনাস্থলে গিয়ে জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন, কিভাবে আগুন লাগল। দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিল কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখা উচিত।

সিইও দপ্তর ঘিরে বিক্ষোভ, কাউন্সিলর-সহ ছ'জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দপ্তরের সামনে টানা অশান্তির জেরে আইনি পদক্ষেপ নিল পুলিশ। অভিযোগ, লাগাতার বিক্ষোভ ও ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টার ঘটনায় দু'জন কাউন্সিলর-সহ মোট ছ'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, যার মধ্যে গুরুতর অপরাধের ধারাও রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগে, যখন বিপুল সংখ্যক ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। সেই অভিযোগ ঘিরেই দফায় দফায় জমায়েত ও উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলররা। তাঁদের দাবি, আমরা কোনও অশান্তি করতে যাইনি, অনিয়ম ঠেকাতেই সেখানে ছিলাম। এক কাউন্সিলরের কথায়, মানুষের স্বার্থে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জমায়েত ও বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরও উত্তেজনা পুরোপুরি থামেনি। বিক্ষোভকারীদের একাংশ ফের জড়ো হওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ফলে নির্বাচনের মুখে প্রশাসনিক কড়াকড়ি আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সম্পাদকীয়

শ্রম আইনের যুক্তিহীন বিরোধিতা, ফের বঞ্চিতই রইল বাংলা

২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে গোটা দেশে চালু হয়ে গেল নতুন লেবার কোড বা শ্রম আইন। দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারির কথা ভেবে অনেকদিন ধরেই এই আইন আনার চেষ্টা করছিল মোদি সরকার। কিন্তু একাংশের বিরোধীতায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে সব বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে চালু হল লেবার কোড। তবে বিরোধীতায় অনড় রইল পশ্চিমবঙ্গ। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত এই আইন এ রাজ্যে লাগু হচ্ছে না। ফলে আয়ুষ্মাণ ভারত-এর মতোই ফের বঞ্চিতই হবেন এই রাজ্যের মানুষ। এই প্রসঙ্গে আরও একবার দেখে নেওয়া যাক, কী আছে এই নতুন শ্রম আইনে? এই আইন যে কোনও চাকরির ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বা কাজের শর্তের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে। যে কোনও কর্মীর মোট স্যালারির অন্তত অর্ধেক বেসিক স্যালারি বাধ্যতামূলক করা হবে। গিগ বা প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার জায়গাটা আরও বাড়ানো হবে। নতুন আইন অনুযায়ী ওভার টাইম করলে ঘণ্টা প্রতি দ্বিগুণ টাকা মিলবে। এ ছাড়াও দৈনিক কাজের সময়সীমাও সীমিত করা হয়েছে। বেসিক বাড়ার ফলে পিএফ ও গ্র্যাচুইটি বাবদ বেশি টাকা কাটা হবে কর্মীদের ইন-হ্যান্ড স্যালারি থেকে। ফলে, স্যালারি কমলেও সঞ্চয় বাড়বে ও ভবিষ্যত সুরক্ষিত হবে। স্যুইগি, জোম্যাটোয় কাজ করেন যাঁরা, তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা, দুর্ঘটনা বিমা বা অক্ষমতা বিমার মতো একাধিক জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই আইনে। অসংগঠিত খাতের ৪০ কোটি শ্রমিকের জন্য একটা বিশেষ তহবিল তৈরি করা হবে। যা ওই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দেবে। যাঁরা ফিক্সড টার্ম কর্মচারী, তাঁরা ১ বছর হলেই গ্র্যাচুইটি পাবেন। যাঁরা ৪০ উর্ধ্বে তাঁদের জন্য বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধাও রয়েছে। দৈনিক ৮ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে তাঁকে সাধারণ বেতনের দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। জোর করে ওভার টাইম হবে না, হলে দিতে হবে বাড়তি টাকা। বর্তমানের ৪৪টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে ৪টি সরল আইনে পরিণত করেছে মোদি সরকার। কিন্তু তা না মেনে মোদি বিরোধীতা করতে গিয়ে ফের বাংলার শ্রমিকদের সর্বনাশ করল তৃণমূল সরকার।

শব্দছক ১২০

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. মহিলা ২. মধ্যমানের ৫. দয়াময় ঈশ্বর ৬. সহিত বা সঙ্গে ৭. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৯. ধারণার বাইরে ১১. জটাসম্বলিত শিব ১৩. চোখের তারা বা মণি ১৬. পর্যবেক্ষণ ১৮. প্রস্তরখণ্ড ১৯. রাক্ষস ২০. অভাবে ২২. ছাড় বা বিয়োগ

ওপর-নিচ: ১. সর্পনপতি ২. মায়াভরা অন্তর ৩. বস্ত্রের কারুকার্যমণ্ডিত কুঞ্চিত প্রান্তদেশ ৪. আঘাতপ্রাপ্ত ৬. দক্ষকন্যা ও শিবপত্নী ৮. ছেদন করা ১০. পৌত্রী ১২. সূক্ষ্মধারযুক্ত ১৩. প্রচণ্ড শীতকে ভাবশব্দে বোঝানো ১৪. রাত্রি ১৫. ক্ষীর দিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্টান্ন ১৬. জঙ্গল ১৭. বুক

সমাধান ১১৯ — পাশাপাশি: ১. পরিহাস ৪. ডর ৬. তিক্ত ৭. করবী ৯. তরু ১০. রঞ্জক ১১. কন্যাদান ১১. বক্রবাক ১৪. বসন্ত ১৫. দম ১৬. নর্দমা ১৭. বকা ১৮. স্কন্ধ ১৯. শশধর

ওপর-নিচ : ১. পতিশোকে ২. রিক্ত ৩. সকরুণ ৫. রজক ৮. বীরবিক্রম ৯. তদানীন্তন ১২. বদমাস ১৩. কর্মকার ১৪. বয়স্ক ১৭. বধ

আজকের দিন

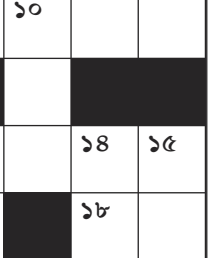

- **১৯৭৫** — নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কিতে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- **১৯৭৯** — পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি হয়েছিল।
- **২০০২** — অ্যাঙ্গোলার এমপিএলএ সরকার এবং ইউনিটা বিদ্রোহীরা তাদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে

জন্মদিন

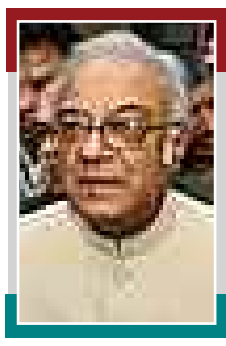

১৮৮৯ *লেখক মাখনলাল চতুর্বেদীর জন্মদিন।*

১৯৪৬ *অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ অসীম দাশগুপ্তের জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট হিন্দু গুরু রাধে মার জন্মদিন।*

অসীম দাশগুপ্ত

‘মাও অধ্যুষিত জয়পুর এখন মধ্যরাতেও চলাচলের যোগ্য, এটাই মমতার সাফল্য’

পুরুলিয়ার উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন অভিষেক

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

‘এক সময় এটা মাওবাদীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল, যেখানে তারা আতঙ্ক ছড়াত। থানাগুলো পর্যন্ত তালাবন্ধ থাকত। আজ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ মধ্যরাতেও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারে এবং এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য।’ এমনি বক্তব্য পেশ করে উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়ার জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর সমর্থনে কোটশিলার বামনিয়া ডাকবাংলো মাঠে শুক্রবার দুপুরে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও পারিবারিক রাজনীতি নিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। বিজেপি সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘মোদী সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কী করেছে? আমি আমার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসেছি, ক্ষমতা থাকলে ওরাও রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুক।’ তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকার বাংলার মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ‘ভাতে মারার’ চেষ্টা করছে। পুরুলিয়ার জয়পুরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান, ‘পুরুলিয়া জেলায় ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ পাকা বাড়ি পেয়েছেন। জয়পুর ব্লকেই প্রায় ৮২ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে জয়পুরে ১১০টি রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়েছে।’ অভিষেক আরও বলেন, ‘একশো দিনের কাজের টাকা, পানীয় জলের টাকা, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’ বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘তারা সকাল থেকে রাত অবধি মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কখনও হিন্দু-মুসলমান, আবার কখনও কুড়মি-আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা শান্তি ও ঐক্য চাই।’ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন-কে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ‘পুরুলিয়ায় ওদের ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার। উপরে মোদি সরকার, মাঝে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো আর নীচে বিজেপির বিধায়করা। কিন্তু কাজের বেলা শূন্য। গত ৭ বছরে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো হয় দিল্লিতে নয়তো রাঁচিতে থেকেছেন। মানুষের জন্য ৭ মিনিটও সময় দেননি।’ আরও বলেন, ‘কেউ যদি দেখাতে পারে গত ৭ বছরে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার একটা পঞ্চায়েত বা শহরে উন্নয়ন হয়েছে বা ১০ জন মানুষকে কেন্দ্রীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে আমি আর তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে আসব না।’ ভোটারদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বার্তা দেন, ‘কোনও রাজনৈতিক দল যখন ভোট চাইতে আসবে, তাদের কাছে কাজের রিপোর্ট কার্ড চাইবেন। তৃণমূল গত ১৪ বছরে জয়পুর ও পুরুলিয়ার জন্য কী করেছে, তার রিপোর্ট কার্ড আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বিজেপিও তাদের কাজের হিসেব দিক।’ অভিষেক বলেন, ‘২০১১ সালের আগে বাঘমুন্ডিতে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পুরুলিয়া বা বলরামপুর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ে পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগত। আজ আমাদের সরকারের তৈরি রাস্তার সৌজন্যে সেই পথ মাত্র ২০ থেকে ৫০ মিনিটে অতিক্রম করা যায়।’ ২০০৬ সালে ডাউরি খালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পড়ুয়ার মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে অভিষেক বলেন, ‘সেদিন মৃতদেহ উদ্ধার করতে পুলিশের একদিন সময় লেগেছিল। আজ সেই ডাউরি খাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। ঝালদায় ফায়ার স্টেশন, মহকুমা শাসক অফিস থেকে শুরু করে বাঘমুণ্ডীতে পলিটেকনিক কলেজ-সবটাই তৃণমূল সরকারের অবদান। বিজেপি আদিবাসী কুড়মি সমাজের জন্য কিছুই করেনি।’ মঞ্চে তথ্য হাতে নিয়ে দাবি অভিষেকের। রাজ্য থেকে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠানোর পরেও আদিবাসী কুড়মিদের দাবি নিয়ে কিছুই করেনি বিজেপি। কার্যত মঞ্চ থেকেই চ্যালেঞ্জ করলেন অভিষেক। পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো প্রমাণ করতে পারলে মামলা করুক আমার নামে।

প্রসঙ্গত, জয়পুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর সমর্থনে এই সভায় অভিষেক বলেন, ‘অর্জুন মাহাতো একজন তৃণমূল স্তরের কর্মী, যিনি কোনও পারিবারিক সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র ও যুব রাজনীতি থেকে উঠে এসে জেলা পরিষদের সদস্য হয়েছেন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি জেলা পরিষদের সদস্য এবং ২০২২ সালে তিনি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ছিলেন। জেলা পরিষদের তহবিলের ১০০ শতাংশ টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় নিশ্চিত করে তিনি একটি উদাহরণ তৈরি করেছেন।’ তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

উত্তরপাড়ার মাখলা টি.এন মুখার্জি রোডে ২০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে উত্তরপাড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: বনস্পতি দে

খানাকুলের সভা থেকে বদল ও বদলার তোপ অভিষেকের

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

বদল ও বদলার ভাষা অভিষেকের মুখে। শুক্রবার আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের লাইব্রেরি মাঠে তৃণমূলের জনসভা করেন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন সভা মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান এবং খানাকুল বিধানসভায় বিজেপির বদলে তৃণমূলকে জয়যুক্ত করার কথা যেমন বলেন, তেমনি বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও বিজেপিকে সিধে করার বার্তাও দেন। সভা মঞ্চ থেকে তিনি খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক তথা বর্তমান বিজেপি প্রার্থীকে ‘লুম্পেনবার্জ বিধায়ক’ থেকে শুরু করে চোর, ডাকাত ও জনগণের কাছে ডাক নাম ‘লম্পট রাজা’ বলে তোপ দাগেন। এর পাশাপাশি অভিষেক তাঁকে আপাদমস্তক চরিত্রহীন এবং উন্নয়নের কোনও রেকর্ড নেই বলে অভিযোগ করেন। এদিন সভা মঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, ‘৪ মে’র পর বিজেপিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে না। এই ভোট শুধু তৃণমূলকে চেতনার ভোট নয়। পাঁচ বছরে যে অত্যাচার আমাদের উপর করেছে তাঁদের উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার ভোট। প্রতিবাদের ভোট, প্রতিরোধের ভোট, প্রতিশোধের ভোট। কোথাও যদি গায়ের জোরে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা হয়। তাহলে তৃণমূল লড়াই করতে জানে। আমরা আগামী দিন লড়াই করব। যদি কেউ গায়ের জোরে, জবরদস্তি নাম কাটে। তাহলে আমি অনুরোধ করবো, বিজেপির কোনও নেতা যদি প্রচার করতে আসে। তাঁদের শান্তিপূর্ণভাবে ভালো করে অতিথি আপ্যায়ন করে দেবেন। একটু শরবত খাইয়ে দেবেন, জল খাইয়ে দেবেন, মিষ্টি খাইয়ে দেবেন, আর বেশি যদি বাড়াবাড়ি করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি উদার। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো উদার নই। সুশান্ত ঘোষ যে ভাষা বোঝেন। চার তারিখের পর সেই ভাষায় জবাব দেবে তৃণমূল। এটা আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। কোন ভাষায় জবাব দিতে হবে, আমি ভালো করে জানি। গণতান্ত্রিকভাবে সর্বশান্ত করতে অভিষেক ব্যানার্জি জানে।’ অপরদিকে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে খানাকুলের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুল-সহ সারা রাজ্যে তৃণমূল হারছে। বিজেপি ২০২৬ সালে সরকার গড়বে। তাই হতাশা থেকে বদলার কথা বলছে। এতে বিজেপি ভয় পায় না। খানাকুলের মানুষ জানে কাকে কিভাবে সিধে করার জবাব দিতে হয়। ভোট বাক্সে তার জবাব দেবে খানাকুলের মানুষ। ৫ তারিখ সব হিসাব হয়ে যাবে। ভোটের ফলাফলের পর বড়ো বড়ো কথার জবাব দেওয়া হবে।’

দঃ দিনাজপুরের প্রশাসনিক ভবন পরিদর্শনে সাধারণ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। শুক্রবার গঙ্গারামপুর ৪১ বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক বিশ্বমোহন শর্মা জেলা প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি পরিদর্শন করেন।

এদিন তিনি জেলা প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত জেলা মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি বা (এমসিএমসি) সেল পরিদর্শন করেন। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ওপর কীভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। একইসঙ্গে মিডিয়া মনিটরিংয়ের কাজকে আরও ত্রুটিহীন ও উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শও প্রদান করেন তিনি।

এমসিএমসি সেলের পাশাপাশি এদিন পর্যবেক্ষক বিশ্বমোহন শর্মা জেলা কার্যালয়ে অবস্থিত মিডিয়া সেন্টার, সি-ভিজিল কন্ট্রোল রুম, নমিনেশন সেন্টার এবং ১৯০৫ হেল্পলাইন (কল সেন্টার) বিভাগটি ঘুরে দেখেন। ভোটারদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ দ্রুত সমাধানের জন্য ১৯০৫ হেল্পলাইন নম্বরটি কীভাবে কাজ করছে, তার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন তিনি। সাধারণ মানুষের সহায়তায় এই ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন পর্যবেক্ষক। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনের সময় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ৪১ বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার (আরও) সুব্রত মোহন্ত, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক আজিজুর রহমান-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ রাখতে প্রশাসন যে বদ্ধপরিকর, পর্যবেক্ষক মহোদয়ের এই পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা সেই প্রস্তুতিকেই আরও মজবুত করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

রচনার সঙ্গে দ্বন্দ্বের অধ্যায় সমাপ্ত: অসিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রচারে বেরিয়ে সেই বার্তাই দিলেন বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক। দলের সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কী দ্বন্দ্বের অবসান হল চুঁচুড়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের? দেবাংশুকে নিয়ে এলাকায় ঘোরার ফাঁকেই জানিয়ে দিলেন, রচনার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের অধ্যায় সমাপ্ত। এমনকী, দল বললে রচনার সঙ্গে প্রচারেও বেরবেন বলে জানিয়ে দিলেন। তিনি চান, রচনাও দেবাংশুর হয়ে প্রচারে নামুন।

এদিন দেবাংশুকে নিয়ে কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে নামেন অসিত মজুমদার। চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ও বিদায়ী বিধায়ক অসিতের উপর ফুল ছড়িয়ে, মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান তৃণমূল কর্মীরা। এদিন খোশমেজাজেই দেখা যায় বিদায়ী বিধায়ককে। সেখানেই হুগলির সাংসদ রচনাকে নিয়ে মুখ খোলেন অসিত। দেবাংশুকে জেতানোই আনাই মূল লক্ষ্য বলে জানান। তারপরই রচনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওটা একটা অধ্যায়। সেই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। উনি আমাদের দলের সাংসদ। আমি চাই, রচনাও দেবাংশুর হয়ে প্রচার করুন।’ এবার কি রচনার সঙ্গে তাঁকে একসঙ্গে প্রচারে দেখা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে অসিত বলেন, ‘দল যদি বলে নিশ্চয়ই একসঙ্গে প্রচার করব। রচনা অনেক বড় সেলিব্রিটি। সারা বাংলায় ঘুরতে হবে। উনি সময় পেলে দল বললে একসঙ্গে নিশ্চয় হাঁটব।’ প্রসঙ্গত, অসিতের অভিমান ভাঙাতে আসরে নামেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিত, দেবাংশু, যুব নেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, মহিলা সভানেত্রী মৌসুমি বসু চট্টোপাধ্যায়দের নিয়ে বৈঠক করেন। তাতেই বরফ গলেছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

বসিরহাটেও বিজেপির প্রার্থী বদলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বনগাঁর পর এবার বসিরহাট। বিজেপির জেলা পার্টি অফিসের গেট আটকে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার প্রার্থী নারায়ণ মণ্ডলের প্রার্থীবদলের দাবিতে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ২০২১ সালে এই নারায়ণ মণ্ডল প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন প্রচুর ভোটে হেরেছেন। তারপর থেকে এই নারায়ণ মণ্ডলের দলীয় কোনও কর্মসূচিতে পাওয়া যায়নি। এমনকি দলের কর্মী, সমর্থকরা যখন অন্য দলের গুন্ডা বাহিনীর হাতে মার খেয়েছে তখনও এই নারায়ণ মণ্ডল পাশে দাঁড়ায়নি। নারায়ণ মণ্ডলের ৮০ বছর বয়স হয়ে গেছে, তাঁকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রচার করাটাই কর্মী-সমর্থকদের কাছে দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই নারায়ণ মণ্ডলকে প্রার্থী পথ থেকে বদল করতে হবে। আর এই বিষয়ে বিজেপি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, ‘বসিরহাট উত্তরের কর্মী, সমর্থকরা এর আগেও এই ঘটনা নিয়ে লিখিত অভিযোগ আমার কাছে দিয়েছে, আমি সেই দাবি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ আবার তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, এই বিক্ষোভের ঘটনার রিপোর্ট এবং কারণ আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি। তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেব।’ তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন বলেন, ‘বিজেপির মধ্যে দলীয় কোন্দল এতটাই যে দল যে প্রার্থী করেছে তাংকে মানতে পারছে না। আর বিজেপির কি হল তা নিয়ে আমরা ভাবিত নই। আমরা আমাদের প্রার্থীদের নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত।’

কাটোয়ায় শক্তি প্রদর্শন তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে নির্বাচনের পারদ। আর সেই আবহেই সকাল থেকেই শক্তি প্রদর্শনে নামে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ছ’বারের বিধায়ক তথা এবারের কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে শুক্রবার সকাল থেকেই দেখা যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। কাটোয়া শহর জুড়ে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা যত এগোয় ততই সেই শোভাযাত্রায় পা মেলান শয়ে শয়ে তৃণমূল কর্মী, সমর্থক। এদিন হুড খোলা গাড়িতে চেপে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন প্রার্থী। হাত নেড়ে মানুষের কাছে তৃণমূল কে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি। আগামী ২৯শে এপ্রিল পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভোট। তার আগে যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের জমি শক্ত করতে মরিয়া। অন্যদিকে নিজেদের জমি এক ইঞ্চিও ছাড়তে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। বুথে বুথে চলছে জোর কদমে দেওয়াল লিখন। কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে আগেই রণ কৌশল তৈরি করে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তবে এই লড়াইয়ে কে সফল হয় এখন তার দিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

হুগলির মির্জাপুরের ঘোষপাড়া মিত্রপাড়ায় প্রচারে বেরিয়েছেন সিঙ্গুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বেচারাম মান্না।

তারকেশ্বরে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের মধ্যেই বিবাদ। ঝরল রক্ত। প্রতিবাদী বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয় মাথা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় কলকাতায়। ভোট ঘোষণার পর থেকে বারবার তপ্ত হয়েছে হুগলির তারকেশ্বর। তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে কমল সামন্ত নামে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার প্রতিবাদ করেন আর এক বিজেপি কর্মী নিমাই সামন্ত। অভিযোগ, ওই সময়েই প্রতিবাদী বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয় মাথা। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিমাই ও কমল দু’জনেই গয়েশপুরের বাসিন্দা। দু’জনেই বিজেপি কর্মী। ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত কমল সামন্ত-সহ আরও এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সুর চড়িয়েছেন তারকেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহরায়। বিজেপি কর্মীদের এই কাজ দেখে ফের একবার দুষ্কৃতীদের দল বলেই পদ্ম শিবিরকে আক্রমণ করছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি গণেশ চক্রবর্তী আবার বলছেন, পারিবারিক দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিক রঙ লাগানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল।

বাজারে আলুর সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর তুলনা টেনে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নির্বাচনী প্রচারে নেমে সবজি বাজারে ঢুকে বিক্রেতাদের প্রশ্ন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদারের, ‘আলুর দাম কেমন?’ উত্তরে বিক্রেতারা জানান, ‘৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে।’ বিক্রেতার উত্তর শুনেই তিনি তৃণমূল প্রার্থী দেবপ্রসাদ বাগ কে কটাক্ষ করে বলেন, ‘বাজারে আলুরও দাম নেই, কালনার পল্টুরও দাম নেই।’ তাঁর দাবি, ‘প্রচারে বেরিয়ে বিপুল সারা পাচ্ছেন তিনি। বহু মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সাথে হাত মেলাচ্ছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মানুষ এবার বিজেপিকেই চাইছে। শাসক দল মানুষের কথা ভাবে না। গরীব কৃষকদের কথা ভাবছে না। বাজারে আলুর দাম নেই। কৃষকরা কী খাবে? কী পড়বে? সেই কথা ভাবছে না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে সকলের কাজ জুটবে, রোজগার হবে। কৃষকরা ফসলের দাম পাবেন। কৃষকদের ও তাদের পরিবারকে না খেয়ে মরতে

হবে না।’ পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী দেবপ্রসাদ বাগ ওরফে পল্টু জানান, ‘বাজার গরম করার জন্যই এই ধরনের উক্তি। গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। পেট্রোল, ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। মানুষ খাবে কি? সেই নিয়ে ভাবুক। বাংলার মানুষ ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ভোট দেবেন।’

সিউড়ি তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সিউড়ি তিন নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরপাড়ায় পথসভায় মহিলাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়।

সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের নগরী গ্রামে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

সমাজবিরোধীদের মানুষের হাতে ছেড়ে দিন: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সমাজ বিরোধীদের জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়ার বিতর্কিত নিদান দিলেন খড়গপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার খড়গপুরে চা চক্র সেরে ফের রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়।' তাঁর দাবি, 'রাজ্যে কার্যত আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্রবিরোধীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি, এই সরকারকে

বরখাস্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি।' কালিয়াচকে বিচারকদের হেনস্থা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যেখানে বিচারকরাই সুরক্ষিত নন, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ভগবান ভরসায়। হাইকোর্টের বিচারকদের এজলাসে ঢুকে চিৎকার, ঘেরাও এমনকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। আজ সুপ্রিমকোর্ট ও নির্বাচন কমিশনকেও বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।' তাঁর দাবি, 'কালিয়াচকের ঘটনা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত।' তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'তৃণমূল এখন ভয় পাচ্ছে। ভবানীপুরেও আতঙ্কে রয়েছে। যারা ১৫ বছর ক্ষমতায়, তাঁদের কিসের এত ভয়?' বিভিন্ন জেলার দাগি নেতাদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের কড়া মন্তব্য, 'যারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা তোলে, পুলিশকে ব্যবহার করে বিরোধীদের মিথ্যা মামলা দেয়, তাদের আবার কিসের নিরাপত্তা? এই সব লোকেদের সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।' দিলীপ ঘোষ হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ও আদালত যদি কঠোর ব্যবস্থা না নেয়, তবে বাংলায় ভোট হওয়া মুশকিল। আমরাও মাঠে লড়াই করতে জানি। দেখা হবে, লড়াই কোথায় হয়।'

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমোদনক্রমে উল্লেখ্য পত্র KOL.DOR.DOR.No. S3/01-01- 005/2026-2027 তারিখ ১ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী **মেসার্স রাজীব ট্রেডিং অ্যান্ড হোল্ডিংস প্রা লি** (CIN: U24121WB1992PTC055376) রেজিস্টার্ড অফিস ২৩ শরৎ বোস রোড, অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য়তল, কলকাতা, ৭০০০২০ পশ্চিমবঙ্গ এর শেয়ার হোল্ডিং স্থানান্তর এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন- ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বোর্ডের প্রস্তাব পাশ অনুযায়ী কার্যকর বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ এর ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণের এবং সংশ্লিষ্টগণের কোম্পানি থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া তাদের শেয়ারসমূহ দান করার কারণে অনুরোধক্রমে এবং শেয়ার স্থানান্তর এবং ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণের এবং অধিগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণ যা কার্যকর হবে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিন পরবর্তীতে।

হস্তান্তরকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণ (বর্তমান) :

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডার/ এবং ডিরেক্টরগণের নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারী সংখ্যা (প্রাক -পরিবর্তন শেয়ারহোল্ডিং)	শেয়ারহোল্ডিং শতাংশ	অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা (প্রাক পরিবর্তন অধিকৃত শেয়ারে)
১.	শ্রীমতি সুনয়না গোয়েঙ্কা	ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডার	৩,মুলেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০২০	৪৭,০৬১	৩৩.৬২	নেই
২.	শ্রী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা	ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডার	৩, মুলেন স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০২০,	৬,২৫০	৪.৪৭	নেই

অধিগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার/ প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ(প্রস্তাবিত) :

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডার/ এবং ডিরেক্টরগণের নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারী সংখ্যা (প্রাক -পরিবর্তন শেয়ারহোল্ডিং)	শেয়ারহোল্ডিং শতাংশ	অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা (প্রাক পরিবর্তন অধিকৃত শেয়ারে)
১.	শ্রী রাজীব গোয়েঙ্ক,	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	২৫৬৯,	১.৮৪,	৫৫,৮৮০
২.	শ্রী বংশে গোয়েঙ্কা	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	১২১১৮,	৮.৬৬,	১২১১৮
৩.	শ্রী উন্নাত গোয়েঙ্কা	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	৩৮৭৫,	২.৭৭,	৩৮৭৫

যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা এবং আপত্তি থাকলে , যদিকিছু থাকে, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং/বা সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল অফিসে ডিপার্টমেন্ট অব নন -ব্যাঙ্কিং সুপার ভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব রেগুলেশন, ৬ষ্ঠতল, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড,কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি রাজীপ ট্রেডিং অ্যান্ড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত।

স্বা/-
মেসার্স রাজীব ট্রেডিং অ্যান্ড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (কোম্পানি)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩ শরৎ বোস রোড অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য়তল, কলকাতা, ৭০০০২০ পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল আইডি : cfo@purv.in
যোগাযোগ নং : ৯৮৩১৮২৭২৮৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৬

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমোদনক্রমে উল্লেখ্য পত্র KOL.DOR.DOR.No. S3/01-01- 005/2026-2027 তারিখ ১ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী **মেসার্স রাজীব ট্রেডিং অ্যান্ড হোল্ডিংস প্রা লি** (CIN: U24121WB1992PTC055376) রেজিস্টার্ড অফিস ২৩ শরৎ বোস রোড, অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য়তল, কলকাতা, ৭০০০২০ পশ্চিমবঙ্গ এর শেয়ার হোল্ডিং স্থানান্তর এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন- ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বোর্ডের প্রস্তাব পাশ অনুযায়ী কার্যকর বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ এর ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণের এবং সংশ্লিষ্টগণের কোম্পানি থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া তাদের শেয়ারসমূহ দান করার কারণে অনুরোধক্রমে এবং শেয়ার স্থানান্তর এবং ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণের এবং অধিগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণ যা কার্যকর হবে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিন পরবর্তীতে।

হস্তান্তরকারী শেয়ারহোল্ডার/ডিরেক্টরগণ (বর্তমান) :

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডার/ এবং ডিরেক্টরগণের নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারী সংখ্যা (প্রাক -পরিবর্তন শেয়ারহোল্ডিং)	শেয়ারহোল্ডিং শতাংশ	অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা (প্রাক পরিবর্তন অধিকৃত শেয়ারে)
১.	শ্রীমতি সুনয়না গোয়েঙ্কা	ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডার	৩,মুলেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০২০	৪৭,০৬১	৩৩.৬২	নেই
২.	শ্রী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা	ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডার	৩, মুলেন স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০২০,	৬,২৫০	৪.৪৭	নেই

অধিগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার/ প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ(প্রস্তাবিত) :

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডার/ এবং ডিরেক্টরগণের নাম	পদাধিকার	ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারী সংখ্যা (প্রাক -পরিবর্তন শেয়ারহোল্ডিং)	শেয়ারহোল্ডিং শতাংশ	অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা (প্রাক পরিবর্তন অধিকৃত শেয়ারে)
১.	শ্রী রাজীব গোয়েঙ্ক,	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	২৫৬৯	১.৮৪	৫৫,৮৮০
২.	শ্রী বংশে গোয়েঙ্কা	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	১২১১৮	৮.৬৬	১২১১৮
৩.	শ্রী উন্নাত গোয়েঙ্কা	শেয়ারহোল্ডার এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টর,	৩, মুলেন স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ,	৩৮৭৫	২.৭৭	৩৮৭৫

যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা এবং আপত্তি থাকলে , যদিকিছু থাকে, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং/বা সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল অফিসে ডিপার্টমেন্ট অব নন -ব্যাঙ্কিং সুপার ভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অব রেগুলেশন, ৬ষ্ঠতল, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড,কলকাতা- ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত নতুন ডিরেক্টরগণ এবং শেয়ারহোল্ডারগণ সহ বর্তমান ডিরেক্টরগণ এবং শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক যৌথভাবে ইস্যুকৃত।

স্বা/-
শ্রী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা
শ্রীমতী সুনয়না গোয়েঙ্কা
(বর্তমান ডিরেক্টরগণ এবং শেয়ারহোল্ডারগণ)
স্বা/-
শ্রী রাজীব গোয়েঙ্কা
শ্রী বংশে গোয়েঙ্কা
শ্রী উন্নাত গোয়েঙ্কা
(প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ এবং শেয়ারহোল্ডারগণ)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৬

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সুভদ্র বরুয়া, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৬.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি মীনা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী শেখর চৌধুরী। **শ্রী শেখর চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রতনলাল চৌধুরী, উভয়ের ঠিকানা : ৫বি, সূর্য্য কুমার চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, পিন - ৭০০০২৫। **আরও ঠিকানা :** ৪বি, সুবার্বন স্কুল রোড, (সুশানি গাঙ্গুলি রোড) ভবানীপুর, পিন - ৭০০০২৫। **শ্রীমতি মীনা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী শেখর চৌধুরী, ঠিকানা : মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইল, ৫৬/২এ, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া, পিন- ৭১১১০৬। **শ্রী শেখর চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রতনলাল চৌধুরী, ঠিকানা : সানশাইন কেবল নেটওয়ার্ক, ১৫বি, ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উক্ত ফ্ল্যাট ইউনিট ভবনে অবস্থিত দক্ষিণপশ্চিম মুখী ২য়তলে মোট ঢাকা এরিয়া (দেওয়াল থেকে দেওয়াল) পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ২ রুম, ১ লবি ২ বাথ রুম এবং প্রিভি এবং ১ বারান্দা সংযুক্ত দক্ষিণপশ্চিম মুখী উক্ত ফ্ল্যাট নং আইসি। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত থানা - ভবানীপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৭৩ অধীন, কলকাতা পৌর সংস্থার অ্যাসেসি নং ১১-০৭৩-২২-০০০৬-০। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ৩৫২ থেকে ৩৯৩, **দলিল নং ০১৮০৮-২০১৫ সালের।** সম্পত্তি **শ্রীমতি মীনা চৌধুরী** স্বামী শ্রী শেখর চৌধুরী এবং **শ্রী শেখর চৌধুরী** পিতা প্রয়াত রতনলাল চৌধুরী এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে ৫এ, সূর্য্য কুমার চ্যাটার্জি ভবন, দক্ষিণে : ৭৭/এ, হরিশ মুখার্জি রোড এবং ৬এ, সূর্য্য কুমার চ্যাটার্জি স্ট্রিট। পূর্বে : চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : ৭৫/৭৬-বি/সি, হরিশ মুখার্জি রোড। **সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭৪৪৭৭৩৮৯৮১।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৮,০৬,১৫০.১৬ টাকা (আঠার লাখ ছয় হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা এবং ষোলো পয়সা)** ২২.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৩.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৫১,১৭,০০০.০০ টাকা খ) ৫,১১,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৩.০৪.২০২৬ এবং ২৯.০৪.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৪.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিক্রয় এবং বিপণন বিজ্ঞপ্তি সারের 100 শতাংশ জল দ্রবণীয় মিশ্রণের জন্য

ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের কৃষি সহযোগিতা ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক জারি করা 24 অক্টোবর, 2015 তারিখের আদেশ নং. এস.ও. 2900 (ই) এবং 30 ডিসেম্বর 2017 তারিখের সংশোধনী অনুসারে। মেসার্স শ্রীরাম অ্যাগস্মার্ট লিমিটেড, নিবন্ধিত অফিস 2য় তলা, (ওয়েস্ট উইং), ওয়ার্ল্ড মার্ক -1, অ্যারোসিটি, নয়াদিল্লি - 110037 ভারত (ডিসিএম শ্রীরাম লিমিটেডের সহায়ক সংস্থা) এতদ্বারা অবহিত করে যে এটি নীচে প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুসারে সার গ্রেডের 100 শতাংশ জল দ্রবণীয় মিশ্রণ বিক্রি করতে চায়।

Sl No.	Grades	'NPK 12-58-0	'NPK 6-0-49	'NPKSB 00: 14:14:11	'NPKS 15 -26-16-2	'NPK 13 -10-27	'NPK 13 -35-11	'NPKB: 08: 35:15:0.2	'NPKS13: 05:35	'NPK 11 -42-11
1	Moisture per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen per cent by weight, Minimum	12.0	6.0	0	15	13	13	8	13	12
3	Water Soluble Phosphates (as P2O5) per cent by weight, Minimum	58.0	0.0	14	12	10	35	35	5	42
4	Water Soluble Potash (as K2O) per cent by weight, Minimum	0.0	49.0	14	16	27	11	15	35	13
5	Water Soluble Sulphur as Sulphate per cent by weight, Minimum			11	2					
6	Boron (as B) per cent by weight, Minimum							0.2		
7	Total Chloride per cent by Weight, Maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	Matter Insoluble in water per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	Sodium (as NaCl) per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	Lead (as Pb) per cent by weight, Maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	Cadmium (as Cd) per cent by weight, Maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
12	Arsenic (as As) per cent by weight, Maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

ডোজ, প্রয়োগের পদ্ধতি এবং বেনিফিট সম্পর্কে আরও জানতে, দয়া করে নীচে প্রদত্ত অফিসে যোগাযোগ করুন
মার্কেটিং অফিসের ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিবরণ শ্রীরাম অ্যাগস্মার্ট লিমিটেড প্লট নং 82, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর 32, গুরুগ্রাম - 122003, হরিয়ানা (ভারত), সিআইএন নং. 24232202240151৪, কাস্টমার কেয়ার নং. 0120-4040188,
ইমেলঃ info@shriramagsmart.com, ওয়েবসাইটঃ www.dcmshriram.com

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০৪.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ জামিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্ত্রী এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), **খ) শ্রী আশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (তপন দাসের স্ত্রী এবং কন্যা এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং আই-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২০-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৩) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৪) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২১-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.০৪.২০২৬ এবং ২১.০৪.২০২৬
২	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি কল্পনা দাস** স্বামী প্রয়াত বাসুদেব দাস, **শ্রী আশিস দাস** (পিতা প্রয়াত বাসুদেব দাস) বন্ধকদাতা এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৮ শতক, তৌজি নং ২৭৩২, মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ২, আরএস খতিয়ান নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৮, সাবেক দাগ নং ৪৩৩/৪৩১, হাল দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২৫ -১৯৯৩** সালের, তারিখ ০৮.০১.১৯৯৩। রেজিস্ট্রিকৃত এসআরও কাকদ্বীপ সমীপে (বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪) **সম্পত্তি আশিস দাসের নামে।** **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৭৬,৯৬,৭৮৯.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ উননব্বই টাকা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ১৪,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.০৪.২০২৬ এবং ২১.০৪.২০২৬

দ্রষ্টব্য ১ : সম্পত্তি ক্রম নং ১ এবং ২ একই স্থানে অবস্থিত, ফলে সম্পত্তির ডাকদাতাগণকে ১ এবং ২ এর জন্য যৌথভাবে ডাক দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একক সম্পত্তির জন্য ডাক গৃহীত হবে না।

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
৩	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং** **শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, উত্তর-পূর্ব কোনে, ব্লক -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম এবং শৈলী কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, নির্মিত চিহ্নিত অংশ বা জমির অংশে প্রথম তপশিলে লিখিত বর্ণিত মতে, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। সম্পত্তি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, এডিএসআর , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২০,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৪.২০২৬ এবং ২০.০৪.২০২৬
৪	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, কে ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, যেমন **হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত মতে নং আই-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৪.২০২৬ এবং ২০.০৪.২০২৬
৫	**ঋণগ্রহীতা :** **ক) শ্রীমতি রিয়া ঘোষ** **খ) শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাইলস মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ৮মতল,টাওয়ার সি-৬, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট কমবেশি ইডেন সিটি মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পো শ্রীরঙ্গাবাদ, থানা মহেশতলা, মৌজা শ্রীরঙ্গাবাদ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা - ৭০০১৩৭, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত টাওয়ার সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং আই-২৩৬৮-২০১৮ সালের, সম্পত্তি ১. শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান এবং ২. শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এর নামে, নথিভুক্ত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১,ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮-২০১৮ সালের। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা) ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ)** এবং পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০৩.২০২৩ থেকে	ক) ২৪,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৭,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৪.২০২৬ এবং ২০.০৪.২০২৬
৬	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **স্বত্ব দলিল নং আই-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে।** **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া	ক) ২৩,৩২,০০০.০০ টাকা খ)২,৩৩,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৪.২০২৬ এবং ২০.০৪.২০২৬
৭	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি,** স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল (মোট ১৫.৫৬ ডেসিমেল বা ৯ কাঠা ৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি দলিল নং ১৯০১০২০৮২ থেকে) তদস্থিত জি-১১ তলা ইটের তৈরি বসবাসের ভবন সিমেন্টের মেঝে এবং লিফট সুবিধা ব্যতীত, মহামান্য কালেক্টর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন রায়ত দখলদারি অধিকার সংশ্লিষ্ট জমিতে মৌজা- শ্রীপুর বাঘের ঘোল, তৌজি নং ১, জেএল নং ৫৯, আরএস নং ১৭২, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৪৮৫, এলাার দাগ নং ২১৫২, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক ০৫ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৩৬, এলআর দাগ নং ২১৪০, বাস্তু জমির এরিয়া আনুমানিক ০২ শতক রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধিক্ষেত্রে, হোল্ডিং নং ৮, শ্রীপুর স্কুল রোড (বাঘের ঘোল রোড), থানা : এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০২০৮২-২০১৯ সালের, সম্পত্তি শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি এর নামে।** **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৮৭,১৭,৪০০.০০ টাকা (সাতাশি লাখ সতের হাজার চারশ টাকা) ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ১৬.০১.২০২৪ থেকে বকেয়া	ক) ৭৪,০০,০০০.০০ টাকা খ)৭,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০৪.২০২৬ এবং ১৭.০৪.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৪.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নায়ক-গায়কের সমাহারে জমজমাট শ্যামপুরের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে হাওড়ার ১৬টি বিধানসভার নির্বাচন। হাওড়া গ্রামীণ এলাকার এই মুহূর্তে জমজমাট শ্যামপুরের বিধানসভা নির্বাচন। এবার এই কেন্দ্রে শ্যামপুরের পাঁচ বারের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলকে সরিয়ে শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসি জানাকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ডঃ হিরন্ময় চ্যাটার্জি ওরফে অভিনেতা হিরণ। দু-পক্ষই জয়ের বিষয়ে আশাবাদী এবং প্রচারে একে অপরকে টেক্কা দিতে চাইছে। বিজেপি প্রার্থী চলচ্চিত্রের নায়ক হিরণের প্রচারকে টেক্কা দিতে বৃহস্পতিবার শ্যামপুরের দেউলিতে সভা করেন গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। আবার শুক্রবার শ্যামপুরের বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নীলকুড়িয়ায় পাল্টা হিরণের সমর্থনে সভা করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংখ্যালঘু সেন্টিমেন্ট উস্কে শমীক বাবু জানান, 'এ যাবৎ খারাপ ঘটনার সঙ্গে অধিকাংশ জড়িয়ে থাকছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সবচেয়ে গরীব মানুষটিও মুসলিম। আর তা তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই লড়াই মন্দির-মসজিদ লড়াই নয়, কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এই লড়াই বাঁচার লড়াই।' এদিন শ্যামপুরের কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ভোট কেটে তৃণমূলের সুবিধা করবেন না। আবেদন করছি ভোট কেটে তৃণমূলের সুবিধা করবেন না। এই লড়াইয়ে থাকুন।' উল্লেখ্য, রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং,১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্র. নং ১ থেকে ৭)

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুভদ্র বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ (ক্র. নং ৮ থেকে ১৬)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী** স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তি , যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে ।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৪.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম	যে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স অ্যালাইড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১৫, কলকাতা- ৭০০০০১, এবং ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক- সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা- ৭০০১৩২। **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেখা,** স্বামী- কৈলাশ চন্দ্র সুরেখা; **শ্রী রাজেশ সুরেখা,** পিতা- কৈলাশ চন্দ্র সুরেখা, **উভয়ের ঠিকানা-** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক- সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা- ৭০০১৩২	মৌজা- চন্দনহাটি, জে.এল. নং ১০৪, দাগ নং ১৬৯-এর অংশ, আর.এস. খতিয়ান নং ৭২ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৯০ ও ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেইন রোড, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- বারাসাত, ১৭ নং ওয়ার্ড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১২৪ ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল ১৮ ডেসিমেল) পরিমাপের বাস্তু পতিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (জমিটি বামনমুড়া মেইন রোডের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং একটি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়।) **উক্ত সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের ০৫৫১১ নম্বর টাইটেল ডিড (২০১৩ সালের ০১১২০ নম্বর সংশোধন দলিল) এবং ২০১২ সালের ১২৬২৯ নম্বর দলিল ও ২০১২ সালের ১৪৩৭৭ নম্বর ঘোষণাপত্র দলিলের অন্তর্ভুক্ত। (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স অ্যালাইড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।** **সম্পত্তির চতুঃসীমা-** উত্তরে- মৌজা চন্দনহাটির আর.এস. দাগ নং ১৬৯ (অংশ), দক্ষিণে- আংশিক ব্যক্তিগত রাস্তা এবং আংশিক মৌজা চন্দনহাটির আর.এস. দাগ নং ১৬৯-এর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বেষ্টিত, পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ১৭০, পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশত বারো টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০১৫** তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ৭০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৭,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী অমিত শ', পিতা- শ্রী জয়প্রকাশ শ', ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে, আলমবাজার, কলকাতা- ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 'বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট', মৌজা- হাতিয়ারা, থানা- রাজারহাট, পোঃ- বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৫	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট থানার অন্তর্গত এবং বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (তৎকালীন রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যাল) নতুন ২০ নং (পুরাতন ১১ নং) ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- হাতিয়ারা, জে.এল. নং ১৪, রে. সা. নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮১৩, সি.এস. খতিয়ান নং ১১০৮, সি.এস. দাগ নং ১১০৩, আর.এস. দাগ নং ১১৫৭-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক-এইচ/বি, হাতিয়ারা রোডে অবস্থিত 'বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সের আনুপাতিক জমির অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে (জি+৩ ভবন, ১৫ বছরের পুরনো) 'জিএ' চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। (উক্ত বিল্ডিং-এ কোনো লিফট নেই এবং লিফটের কোনো ব্যবস্থাও নেই)। এটি রাজারহাট (তৎকালীন বিধাননগর সল্টলেক সিটি) অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসে ২০২০ সালের ১৯০৪০৪৭৭৭ নম্বর দলিল হিসেবে বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী অমিত শ'-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তর- আর.এস. দাগ নং ১১৫৭-এর অংশ, দক্ষিণ- সখি চরণ শর্মার জমি, পূর্ব- কে.এল. পাল মার্কেট, পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল পাকা রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে।**	**৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ এক হাজার পঁচাশি টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ১১,১৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,১১,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী ভরত সিং** **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস** পিতা- শ্রী শিউনন্দন সিং **ঠিকানা-** সি-১/৭০১, খাকি এস্টেট, প্লট নং ২ডি/৪১/১, স্ট্রিট নং ৭০২, সিটি সেন্টার- ২ এর কাছে, ব্লক- ডি, নিউ টাউন, কলকাতা, পিন- ৭০০১৬১। **শ্রী ভরত সিং, প্রযত্নে- শ্রী রমণ সিং** **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৪০৫ এবং ৪০৬, কৌশল্যা এস্টেট, বন্দর বাগিচা গলি, ওক বাংলো চক, পাটনা, বিহার, পিন- ৮০০০০১। **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস** **ঠিকানা-** ৫/১, গিরিশ রোড, বেলুর মঠ, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১২০২।	**সম্পত্তি ১:** টাটা মোটরস লি.-এর ভারি পণ্যবাহী যান (বাণিজ্যিক) টাটা সিগনা ৫৫৩০, বিএস-৬, ডিজেল, রেজিস্ট্রেশন নং JH 10CT 6417 ২০২৩ সালে নির্মিত। ইঞ্জিন নং B67B62300D02132J64328208 চ্যাসিস নং MAT828048P3J29089 (যানবাহনটি **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস**-এর নামে রয়েছে)। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	**৯৭,৬৬,০০০.০০ টাকা (সাতানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) ১৫.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ।** যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২৪,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,৪০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	ঋণগ্রহীতা- **জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা** **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক বি, ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৪। **অন্যান্য ঠিকানা-** গ্রাম- চোরাগাছি, পোঃ- অরাজিপানিশালা, থানা- কুশমণ্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১৩২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **'ফরচুন টাউনশিপ'** নামক আবাসন প্রকল্পে অবস্থিত 'বি' ব্লকের ২য় ফ্লোরে ৫ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ৮৯৯ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তিটি **১২.০৩.২০১৮ তারিখে দলিল নং আই-১৯০৪-০২৫৩৭/২০১৮** মূলে নিবন্ধিত, যা বুক নং আই, ভলিউম নং ১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩৮৯৬ থেকে ১১৩৯১৭, সাল ২০১৮ হিসেবে এডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স- ৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত। এর সাথে আনুমানিক ৭.৮৫ একর জমিতে অবস্থিত কাঠামোর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- সিটি/সিঁথি, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, রেভিনিউ সার্ভে নং ৫০, পরগণা- আনোয়ারপুর-এর অন্তর্গত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৭, ৭৮, ৯, ৯২, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ২০২, ২২২, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৬, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৯১, ৫১৭, ৫৩৯, ৬৪২, ৮০৯, ৮৭৬ এবং ৮৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ১১৬/৩২৬(পি), ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ৩২৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫(পি), ৫৪৬(পি), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫ এবং ৬৪৯(পি) ও ৬৯২(পি) নিয়ে গঠিত। বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৪ এবং বর্তমান ঠিকানা ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, পোঃ বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪, যা বারাসাত পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের (বর্তমানে ০১ নং ওয়ার্ড) সীমানার মধ্যে এবং থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জমির প্লটটির চারদিকের সীমানা হলো- উত্তরে- জে.বি.ডব্লিউ. (ইঁট ভাটা), পূর্বে- জে.বি.ডব্লিউ. (ইঁট ভাটা), দক্ষিণে- উন্মুক্ত জমি (ডিজায়ার গ্রুপ), পশ্চিমে- যশোর রোড (পূর্ব) এন.এইচ. ৩৫। **সম্পত্তিটি শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা-এর নামে** রয়েছে। দেনার দায়- ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেইনটেন্যান্স বকেয়া ১,৫২,৭৫৮.৪৮ টাকা। **সম্পত্তিটি বর্তমানে বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	**২২,৯১,৩৮১.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত একাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৫.২০২০ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯০৫১০৩৩৩৬৭ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২০,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৯,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৫.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি** পিতা- শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি, **ঠিকানা-** ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১১০	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং ঘোলা থানার অন্তর্গত ২৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মৌজা- ঘোলা, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১৩৫০ (যা এল.আর. দাগ নং ২০৫৯-এর সমরূপ), আর.এস. খতিয়ান নং ৯৭/২ (যা এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬৮৮-এর সমরূপ), বর্তমানে ৯২৭/ডি নং হোল্ডিং, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড ঠিকানায় অবস্থিত সমস্ত ব্যবহার্য অধিকারসহ কমবেশি ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০২ বর্গফুট পরিমাণের জমি এবং তৎসহ প্রায় ৪৯৮ বর্গফুট আয়তনের একতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি **২০২৪ সালের ১৫২৪০১০৪৪ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫২৪ থেকে ২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৭৮০ থেকে ৩০৭৯৯-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র **শ্রী ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:-** উত্তরে- আরতি বণিকের বাড়ি, পূর্বে- তারক আচার্যের বাড়ি, দক্ষিণে- ইন্দ্রজিৎ যাদবের বাড়ি, পশ্চিমে- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং সত্যরঞ্জন পালের বাড়ি। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**২১,০৫,১৮৫.০০ টাকা (একুশ লক্ষ পাঁচ হাজার একশত পঁচাশি টাকা মাত্র) ২০.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং ২১.০৩.২০২৫ থেকে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২১,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৭,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী আব্দুল ছাত্তার** পিতা- প্রয়াত সলারুদ্দিন, গ্রাম- সানবেড়িয়া, পোঃ- মুদিয়াহাট, থানা- শাসন, জেলা- ২৪ পরগণা (উত্তর), পিন- ৭০০১২৮	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অন্তর্গত এবং কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- সানবেড়িয়া বাড়া, জে.এল. নং ১৯২, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৬০৪-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৯ শতক পরিমাণের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বারাসাত এডিএসআরও অফিসে **২০০৯ সালে** বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, **দলিল নম্বর ০০১৬১** হিসেবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তর- গোলাম বারী মোল্লা, দক্ষিণ- আব্দুল সামাদ মোল্লা, পূর্ব- আব্দুল বারিক মোল্লা, পশ্চিম- মালিকের নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অধীনস্থ সানবেড়িয়া গ্রাম, পোঃ- মুদিয়াহাট নিবাসী প্রয়াত সালাউদ্দিনের পুত্র **আব্দুল ছাত্তার মোল্লার নামে** রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৩,৮৮,০০০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাশি হাজার টাকা মাত্র) ২৪.১২.২০১২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী আব্দুল সহিদ** গ্রাম- কাঁঠালিয়া, দফাদারপাড়া, পোঃ- কদম্বগাছি, থানা- বারাসাত, পিন- ৭৪৩২৯৪	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এবং তৎকালিন বারাসাত (বর্তমানে দত্তপুকুর) থানার অধীনস্থ মৌজা- কাঁঠালিয়া, জে.এল. নং ১৪১, পরগণা- আনোয়ারপুর, সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল তৌজি নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৫৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২৪২-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ০৯.৩৩ ডেসিমেল পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে **২০১৫ সালের ১০২২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক- ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫১৯-২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৫৬১ থেকে ৬৫৮০-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৩২,৯৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২২,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৯,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৮.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর** পিতা- শ্রী শঙ্কর সূত্রধর, চম্পাবেড়িয়া, জগন্মাতা মন্দির, চাকদহ বনগাঁ রোডের ওপর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৫	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ থানার অন্তর্গত এবং বনগাঁ পৌরসভার ৪ নং (নতুন ৮ নং) ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- চম্পাবেড়িয়া, জে.এল. নং ২১৩, হাল জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. দাগ নং ৭১৬, এল.আর. দাগ নং ২১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১০৬০/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩০, রেকর্ডকৃত খতিয়ান নং ৬৩৮৬-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৩.৭৯ ডেসিমেল পরিমাণের জমি এবং তৎসহ ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বনগাঁ এ.ডি.এস.আর.ও. অফিসে **২০২১ সালের ১৫০৯০২৭৫২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ৫০৮৫৯ থেকে ৫০৮৭৫-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্কর সূত্রধরের পুত্র **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধরের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- মোহিত মোহন দালালের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- সোনালী কুণ্ডুর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৪৯,১৪,৪৩৫.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ৩৮,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৯,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৯.	ঋণগ্রহীতা- **মেসার্স লতিকা সী ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা-** গ্রাম - খাদালগোবরা, পোঃ ও থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৮ এবং পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **ডিরেক্টর ও জামিনদাতা- শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা- মৃত অমূল্য চরণ সামন্ত এবং **শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী- শ্রী শুভাশিস সামন্ত, **ঠিকানা-** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল- বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১।	মৌজা- হাতাবাড়ি, জে.এল. নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, পরগণা- মাজনমুঠা, থানা- কাঁথি, কাঁথি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এডিএসআর অফিস কাঁথি-১-এর এক্তিয়ারভুক্ত জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত ৩য় তলে 'বি' ব্লকের প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ। ভবনটি আর.সি.সি. কলাম ফাউন্ডেশনের ওপর নির্মিত এবং এটি একটি বেজমেন্ট ফ্লোর সহ নিচতলা ও তিনতলা বিশিষ্ট ভবন, যার মধ্যে ৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২ নং স্থানটি পার্কিং এরিয়া হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ২১৮ নং** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী শুভাশিস সামন্ত**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৪,১৬,০০,০০০.০০ টাকা (চার কোটি ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১০.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী সৌগত দে** পিতা- শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিরাটি (বিশারপাড়া), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫১। **অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, 'ডিয়া লিটল টাওয়ার', হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪।	উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, পিন- ৭৪৩১৪৪ ঠিকানায় অবস্থিত **'দিয়া লিটল টাওয়ার'** নামক বহুতল ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত '৩সি' নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি কার্পেট এরিয়ায় ৪৫০ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়ায় ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬১০ বর্গফুট পরিমাপের। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ ও ১৩২৮০-এর অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৪ সালের ১৫০৫০৩৯৯১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮-এ এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দে-এর পুত্র **শ্রী সৌগত দে**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া রামচন্দ্র পথ, দক্ষিণে - গঙ্গাপদ পাড়ে, পূর্বে - নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিমে - ঋষিকেশ চক্রবর্তী। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78648493692** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ১৫,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৩,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১১.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জী **ঠিকানা -** ১) সুভাষ নগর, পোঃ ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২৩১২১, ২) মারফত গগনাবাদ হাই স্কুল, পোঃ- গগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা- আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২৩১২১, ৩) ফ্ল্যাট নং ২০২, প্রথম তল, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ৪) ফ্ল্যাট নং ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ - রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	**সম্পত্তি নং ১:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০১ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬৫০ বর্গফুট এবং এটি ২ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং, ১ টি ব্যালকনি ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৪৫১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯২৩৯ থেকে ৩৮৯২৬৬-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তি নং ২:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০২ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬০০ বর্গফুট এবং এটি ১ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। **স্বত্ব দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৫০৯ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৯১২২৭ থেকে ৩৯১২৫৪-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯/৯৩৮২৯৯৩২৮৯ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
১২.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী গৌতম অধিকারী** **ঠিকানা-** ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চন্দসী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা- ৭০০০৬৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** মারফত সৌম্য শুভ্র দাস 'দাস ভিলা' ৩০/১ ইউ/১, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা- ৭০০০৫০; অন্যান্য ঠিকানা- প্রতিমা ৭৫৪, সারাই বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার ৫ নং ওয়ার্ডের ৭৫৪ নং হোল্ডিং, সারাই বোস রোডে অবস্থিত উক্ত ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে সম্মুখভাগে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) ১০৭ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ১০০০ বর্গফুট এবং যা তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত। এর সাথে কম-বেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, যা **২০১৯ সালের দলিল নং আই-২৩২৬ মূলে গৌতম অধিকারী-এর নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো-** উত্তরে- ১৮'-০" চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে- বিদ্যমান চারতলা ভবন, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- বিদ্যমান দোতলা ভবন। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	**৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত সাইত্রিশ টাকা মাত্র) ২৯.১২.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২৭,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৫,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৩.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং শ্রীমতী উষা খৈতান** ১০৯ ডি.ডি. মোড়, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৩২।	চন্দননগর পৌর কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১৬২ (পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ) জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত লিফট সুবিধাযুক্ত একটি জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলে সম্মুখভাগে অবস্থিত সি৩ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক করা ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় ১৪০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং এটি ০৪ টি বেডরুম, ০১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ডাব্লিউ.সি.-সহ ০২ টি টয়লেট, ০১ টি কিচেন এবং ০১ টি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ছাদের অধিকার ও সাধারণ পরিষেবা ও খরচ সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং ফিক্সচার ও ফিটিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটি ২৪.০৩.২০০৭ তারিখের ২০০৬-০৭ সালের ১৯৯ নং অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিত যা চন্দননগর পৌর কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত। **সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের দলিল নং আই-০২২৫৫ মূলে শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান-এর নামে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৭,৭০,১০৯.৭২ টাকা (সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত নয় টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ২৮.০২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৪.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী নিলয় সরকার** পিতা- প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার **ঠিকানা-** ১১ এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৭৫। **এ ছাড়াও-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- ১/ই, প্রথম ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪। **এ ছাড়াও-** (কর্মচারী আইডি- ১৪৭৭২৪), পদবী- কনসালট্যান্ট, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ইকোস্পেস বিল্ডিং- ১, অ্যাকশন এরিয়া- ২, নিউটাউন, কলকাতা- ৭০০১৫৬। **এ ছাড়াও-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং বারাসাত থানার অন্তর্গত মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৮১, আর.এস. ২২৫, তৌজি নং ১২, আর.এস. দাগ নং ২৬৭, এল.আর. দাগ নং ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ ও ৩৩১২; বর্তমানে রামকৃষ্ণপুর রোড ঠিকানায় ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ নং হোল্ডিং (বর্তমানে একীভূত হোল্ডিং নং ১৭৭৯) বিশিষ্ট **'তরু অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক বহুতল ভবনের প্রথম ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত '১ই' নং আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আর.-৩ অফিসে **২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৬ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের পুত্র **শ্রী নিলয় সরকারের নামে** রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চতুঃসীমা হলো (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ১এফ ও ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং ৪ ফুট চওড়া করিডোর, পূর্বে- ১এফ নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে- ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN78416170675** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ৩১,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৮,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৫.	**ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স শাহী কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড,** প্রশাসনিক কার্যালয়ের ঠিকানা- আইবি- ১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০১০৬। ডিরেক্টর এবং গ্যারান্টারগণ:- **(১) ইরফান আলম এবং (২) মমতাজ খাতুন, উভয়ের ঠিকানা-** আইবি- ১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০১০৬	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬৯ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং কড়েয়া থানার অন্তর্গত বালিগঞ্জ, ২৭ নং আহিরিপুকুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা- ৭০০০১৯ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ৪র্থ ফ্লোরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ৪ডি নং আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস সম্বলিত মোট কমবেশি ১৫৩৭ বর্গফুট (১৪০২ বর্গফুট + ১৩৫ বর্গফুট) পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে সাধারণ লিফট সুবিধা এবং আনুপাতিক জমির অংশসহ সমস্ত ব্যবহার্য অধিকার, আপাত ব্যবহার্য অধিকার, সাধারণ পরিষেবা এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। **উক্ত সম্পত্তিটি ১২.০৩.২০২০ তারিখের আই-১০২৩ নম্বর দলিল অনুযায়ী শ্রী ইরফান আলমের স্ত্রী শ্রীমতি মমতাজ খাতুনের নামে নথিভুক্ত রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- আহিরিপুকুর ১ম লেন, দক্ষিণে- ২ নং নজর আলী লেন প্রেমিসেস, পূর্বে- ২২ নং আহিরিপুকুর ১ম লেন প্রেমিসেস, পশ্চিমে- ১/১এ নং নজর আলী লেন প্রেমিসেস। **প্রপার্টি আইডি: SBIN78178590451** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৭,৮৬,৩৩,৯০৯.০০ টাকা (সাত কোটি ছিয়াশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত নয় টাকা মাত্র) ২৯.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ১,২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
১৬.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী অভিজিৎ সেন** পিতা- শ্রী চণ্ডী চরণ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫। **এবং** **শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি** স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫	হুগলী জেলার উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত মৌজা- মাখলা, জে.এল. নং ৯, আর.এস. প্লট নং ১৮১৬, খতিয়ান নং ১০২৫, এল.আর. প্লট নং ২০৭২; এল.আর. খতিয়ান নং ৭৮২৭, ৭৮২৮, ৭৮২৯, ৭৮৩০, ৭৮৩১-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে ২২৭ নং হোল্ডিং, মাখলা, নং ১ গভঃ কলোনি ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাণের জমির ওপর দণ্ডায়মান ভবনের প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত ১/২ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে উক্ত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের আই-১৩০২ নম্বর দলিল অনুযায়ী **শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জির নামে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- অগ্রদূত ক্লাব, দক্ষিণে- অন্য ভবন, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- অন্য ভবন। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN77513216097** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১২,৭৯,৬৭৭.০০ টাকা** ০৬.০৪.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২ **পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬**	ক) ১১,৭১,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৭,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৪.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা

যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘ডিআরডিওর অধীনে এনএসটিএলের কাজ একটি মানদণ্ড’

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: ডিআরডিওর অধীনে এনএসটিএলের কাজ একটি মানদণ্ড, বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে নৌ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগারে এক অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ‘ডিআরডিওর অধীনে এনএসটিএলের কাজ নিজেই একটি মানদণ্ড। এখানে টর্পেডো সিস্টেম, ডুবো মাইন, ডিকয় এবং স্বয়ংক্রিয় ডুবোযানের উপর যে গবেষণা চলছে, এই সবকিছুই ভারতকে একটি শক্তিশালী নৌ-শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা এটাই নির্দেশ করে যে আমরা ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছি। এছাড়াও, আপনারা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্রযুক্তি নিয়ে যেভাবে কাজ করেছেন, সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে এইসবের জন্য আমরা অন্যদের ওপর নির্ভর করতাম।

আইএনএস তারাগিরি নৌবাহিনীর শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে: রাজনাথ সিং

বিশাখাপত্তনম, ৩ এপ্রিল: আরও শক্তি বাড়ল ভারতের। শুক্রবার নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল অত্যাধুনিক রণতরী তারাগিরি। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে উন্নত স্টেলথ ফ্রিগেট তারাগিরির কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নৌ আধিকারিকরা।

আইএনএস তারাগিরি নৌবাহিনীর শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, আইএনএস তারাগিরি আমাদের নৌবাহিনীর শক্তি, মূল্যবোধ এবং অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করবে। শুক্রবার নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক রণতরী তারাগিরি। এই অনুষ্ঠানে রাজনাথ বলেন, ‘পারস্য উপসাগর হোক বা মালাক্কা প্রণালী, আমাদের নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে নিরন্তর নিজস্ব উপস্থিতি বজায় রাখে। যখনই কোনও সংকট দেখা দেয়, তা উদ্ধার অভিযান হোক বা মানবিক সহায়তা প্রদান, আমাদের নৌবাহিনী সর্বদা অগ্রভাগে থাকে। আমাদের নৌবাহিনী ভারতের মূল্যবোধ ও অঙ্গীকারের প্রতীক। আইএনএস তারাগিরির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু আমাদের নৌবাহিনীর শক্তি, মূল্যবোধ এবং অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করবে।’ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ‘এখন অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ‘তারাগিরি’ ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তারাগিরির অন্তর্ভুক্তি ভারতের ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক শক্তির প্রতীক। এই উপলক্ষে আমি মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এবং ভারতীয় নৌবাহিনী সহ সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই।’

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন বলেন, ‘যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ভারত গড়ার কথা বলেন, তখন সেই রূপকল্পে নৌশক্তির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১১,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি উপকূলরেখা এবং তিন দিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের এই দেশ সমুদ্রকে বাদ দিয়ে নিজস্ব উন্নয়নের কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের প্রায় ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য সামুদ্রিক পথেই সম্পন্ন হয়। আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তাও সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, একটি শক্তিশালী ও সক্ষম নৌবাহিনী আমাদের জন্য কেবল একটি বিকল্প নয়, বরং একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।’

বিহারে ফের বিষমদ আতঙ্ক! এবার মোতিহারিতে মৃত ৪

মোতিহারি, ৩ এপ্রিল: মদ নিষিদ্ধ বিহারে ফের বিষমদ আতঙ্ক! এবার পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে বিষমদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। শুক্রবার সকালে ডিএসপি দিলীপ কুমার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হয়নি। এখন তিনটি ময়নাতদন্ত চলছে। একটি ময়নাতদন্ত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবারের অনুরোধ অনুযায়ী গতকাল রাতে মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।’ হাসপাতাল ম্যানেজার কৌশল দুবে বলেন, ‘বিষয়টি তদন্তাধীন। রাতে কয়েকজন রোগী এসেছেন এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে কারা মদ্যপান করেছিলেন আর কারা করেননি। এখনও পর্যন্ত ৬-৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন, যাদের মধ্যে কেবল একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, বাকিরা স্থিতিশীল।’ ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বালগঙ্গা গ্রামে। সেখান থেকে আশেপাশের এলাকাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন বুধবার সন্ধ্যায় বিষাক্ত মদ পান করেন, যার পরে তাদের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ঝড়-বৃষ্টি, হিমাচলে তুষারপাতের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: পঞ্জাব ও হরিয়ানায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। একইসঙ্গে হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, চণ্ডীগড়, মোহালি ও পাঁচকুলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শিলাবৃষ্টিও প্রত্যাশিত, বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। পঞ্জাব ও হরিয়ানা জুড়েও একই সতর্কতা ও পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্যই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

অন্যদিকে, শুক্রবার থেকে হিমাচলপ্রদেশে তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ও বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিমলা, কুল্লু, কাংড়া, মান্ডি ও চম্বা জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে।

মার্কিন আর্মি চিফকে পদ থেকে সরানো হল

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল: ইরানকে ঘিরে চলা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি চিফ অফ স্টাফ জেনারেল র‍্যান্ডি জর্জকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে অবসর গ্রহণের নির্দেশ দেন।

পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল জানান, জর্জ ৪১তম আর্মি চিফ অফ স্টাফ পদ থেকে অবিলম্বে অবসর নিচ্ছেন। দীর্ঘ সামরিক পরিষেবার জন্য প্রতিরক্ষা দফতর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আরও দুই সেনা আধিকারিক, জেনারেল ডেভিড হডনে এবং মেজর জেনারেল উইলিয়াম গ্রিনকে তাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে। হডনে আর্মির ট্রান্সফরমেশন ও ট্রেনিং কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন, আর গ্রিন ছিলেন আর্মির চ্যাপলেন কোরের প্রধান। জেনারেল জর্জের আগে ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের সিনিয়র সামরিক সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি একজন পেশাদার ইনফ্যান্ট্রি অফিসার এবং ওয়েস্ট পয়েন্টের স্নাতক।

ময়দান

ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরে গেছে কলকাতা নাইট নাইডার্স। ইডেনে ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। ম্যাচ শেষে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস-এর সঙ্গে খোশমেজাজেই দেখা গেল তাঁকে। ছবি সৌজন্য - সিএবি

খসময় থেমে যায়, যখন জার্সিতে আবার দেখা মেলে শচীন তেন্ডুলকরের! ৫২-তেও যেন ২৫-এর তারুণ্য। ফিটনেস আর ক্লাসে এখনও সবার সেরা। কিংবদন্তিরা বয়সে নয়, নিজেদের ছাপেই অমর হয়ে থাকেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএনজিজি-১০/২৫-২৬ (ওপেন), তারিখ ৩০.০৩.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৪৫ কাঁচরাপাড়া কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অগ্রাধিকারমূলকভাবে রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সমতুল কাজ সম্পন্নকারী যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৭-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ লোকো এবং ক্যারেজ কমপ্লেক্স-এ বিদ্যমান শৌচালয়গুলির সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৬২,১৩৩.৯৭ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,০৫,৩০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **ক্র. নং. ২। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৮-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের বিভিন্ন স্থানে প্রামাণ্য আরসিসি বাফারসমূহ শক্তিশালী করা এবং নির্মাণ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৪,০৮,৬৯৬.৮৪ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ৩,৪৮,২০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ৩। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৯ -২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ সি অ্যান্ড ডব্লু কমপ্লেক্স-এ ট্র্যাভার্স পিট নং. ১৮-তে আনুপূর্বিক সংস্কার এবং ক্ষমতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,০১,১৩৮.৮৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,৮৬,০০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্র. নং. ৪। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-২০-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শপ নং ১১/জিই অংশে উৎকর্ষতা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৯৪,২০১.৭৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,০৫,৯০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ (ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য)। *রেলওয়ে বোর্ড পত্র নং - ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/ জিসিসি/ পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০- তে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কস টেন্ডারের ওপর প্রদেয় বায়না অর্থ নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু, এই বিষয়ে অন্য কোনো নির্দেশ অদ্যাবধি না আসায়, প্রদেয় বায়না অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। কাজের সুযোগ নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও, ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ **https://www. ireps.gov.in** -এ বিশদ দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়া যাবে কিন্তু দরপ্রস্তাব প্রদান করা যাবে না। টেন্ডার **২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয়** বন্ধ হবে এবং টেন্ডার ওই একই তারিখে **দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে** বা তার পরে এই কাজের উপযুক্ত এবং ব্যবহার্য নেট যোগাযোগ পাওয়ার পর খোলা হবে। MISC-04/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি-৪০০এমএমপাইপ-২৫-২৬-এলএলএইচ এবং **ইএনজিজি-ওপিডিইএক্সটিএন-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখঃ ০১.০৪.২০২৬।** চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিভাগগুলিতে উপযুক্ত তালিকাভুক্ত প্রখ্যাত, স্বীকৃত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি-৪০০এমএমপাইপ-২৫-২৬-এলএলএইচ। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়া রেলওয়ে কলোনি এবং ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে কর্মীদের সুবিধার্থে লিলুয়াতে ফিল্টার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত গঙ্গা থেকে বেলুড় ইনটেক থেকে জল সরবরাহ করার জন্য ৪০০ মিমি ব্যাসের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৩,০১,২৪৮.৫৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৪৬,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ২। টেন্ডার নং.ঃ ইএনজিজি - ওপিডিইএক্সটিএন-২৫-২৬-এলএলএইচ,। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া হাসপাতালে সম্প্রসারিত ওপিডির দক্ষিণ দিকে একটি জি+১ ভবন নির্মাণের মাধ্যমে (ক) মেডিকেল স্টোর (খ) ফিজিওথেরাপি বিভাগ ধরানোর ব্যবস্থা করতে ওপিডি কমপ্লেক্স-এর সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৭,৫৫,৫৯১.৬৭ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৫৫,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ ও তৎসহ (যদি কোনো) সংশোধনী থাকে তাহলে তা পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MISC-02/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ভীরো এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ১১, নিউ সিল লেন, ৩য় তল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০১ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **“তামিলনাড়ু রাজ্যে”** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
১১, নিউ সিল লেন, ৩য় তল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০১,ভারত
ভীরো এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেডএর পক্ষে
স্বা/-
মুকেশ কোঠারি
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৬
স্থান : হাওড়া
ডিন : ০৬৮২১০০১

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
মেগা ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : উর্মি সেন, ই-মেইল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর : ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে, অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তানুসারে, নিয়ম ৯(১) এবং নিয়ম ৬(২)-এর সাথে পঠিতব্য অনুসারে অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সর্বসাধারণের প্রতি এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণের প্রতি এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/হাইপোথিকেটেড নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পদসমূহ, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, নিম্নোক্ত তারিখগুলিতে “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেমন অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৪.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রেয়ান পোল্ট্রি ফার্মিং প্রা. লি.** এলআইসি রোড, খাতরা, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪০। **ব্যক্তিগত জামিনদাতা :** **ক) শ্রীমতি রূপা দে,** স্বামী - সান্তনু দে রবীন্দ্রসরণি, খাতরা, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪০ **খ) শ্রী সান্তনু দে,** পিতা-সীতারাম দে, রবীন্দ্রসরণি, খাতরা, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪০ গ) শ্রী অতনু দে, পিতা-সীতারাম দে রবীন্দ্রসরণি, খাতরা, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪০	**জমি এবং ভবন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৮১ ডেসিমেল, মৌজা- পাপরা,জেএল নং ১৯১, খতিয়ান নং ২৫৪৪, ২৫৪৫, ২৬৮০ এবং ২৬৮১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৬, ১১১ এবং ১১২, জেলা বাঁকুড়া, বিস্তারিত **দলিল নং ২৬৮৮/ ২০২২ এবং ২৬৮৯/২০২২ এবং ১৩৩৬/২০২৩ এবং ১৩৩৭/২০২৩, সম্পত্তি শ্রী শান্তনু দে এবং শ্রী অতনু দে এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্যানাল, দক্ষিণে : দীপক কুমার দে এর সম্পত্তি। পূর্বে : শ্যাম সুন্দর দে এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া মেটাল রোড। **এসএ নং ৬০১ -২০২৫ সালের দাখিলকৃত মহামান্য ডিআরটি-২ কলকাতা সমীপে অমীমাংসিত। যাহোক বিক্রয় নোটিশ সম্পর্কিত কোনও স্থগিতাদেশ নেই।** (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)	৮৯,০২,৯৯৭.৭৭ টাকা **(উননব্বই লাখ দুই হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা সাতাত্তর পয়সা) ০৩.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এবং ০৩.০৭.২০২৫ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত।	১,৫৫,২২,০০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য করসমূহ ১৫,৫২,২০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১১০২ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
২	**ঋণগ্রহীতা:** **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.** গ্রাম - মুলগ্রাম, পো-মালস্ব, থানা -মন্তেশ্বর, জেলা - পূর্ববর্ধমান, পব-৭১৩৪২৬ **শ্রী শ্রীকান্ত কেশ** পিতা প্রয়াত অজিত কুমার কেশ (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর জামিনদাতা এবং পূর্বতন ডিরেক্টর) গ্রাম এবং পো - মন্ডলগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান পব-৭১৩২১৬ **শ্রীমতী আনন্দময়ী কেশ** স্বামী - শ্রী শ্রীকান্ত কেশ (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর জামিনদাতা এবং পূর্বতন ডিরেক্টর) গ্রাম এবং পো - মন্ডলগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান পব-৭১৩২১৬ **শ্রী সুরজিৎ জশ** পিতা - রবীন্দ্রনাথ জশ (অজিতকুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর জামিনদাতা এবং বর্তমান ডিরেক্টর) গ্রাম-মাঝিয়ারি, পো-পঞ্জোয়া, জেলা - পূর্ব বর্ধমান পব-৭১৩১৪৩ **শ্রী রবীন্দ্রনাথ জশ** পিতা প্রয়াত সুধীব. কুমার জশ (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর জামিনদাতা) গ্রাম - মাঝিয়ারি, পো - পঞ্জোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পব-৭১৩১৪৩ **শ্রী অভিজিৎ জশ** পিতা - রবীন্দ্রনাথ জাশ (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর জামিনদাতা) গ্রাম - মাঝিয়ারি, পো - পঞ্জোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পব-৭১৩১৪৩ **শ্রী জগদীশ জয়সওয়াল** পিতা-রাম জয়সওয়াল (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর বর্তমান ডিরেক্টর) ২, কনিষ্ক রোড এবং সেকেন্ডারি দুর্গাপুর-৭১৩২০৪ **শ্রী সফিকুল ইসলাম** পিতা-হাসনা জামাল (অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি.-এর বর্তমান ডিরেক্টর) অর্ণ উত্তরপাড়া, মৌজা আমগড়িয়া অর্না আগরডাঙ্গা কেতুগ্রাম বর্ধমান-৭১৩১২৯	**অংশ-১:** সম্পত্তি **শ্রী শ্রীকান্ত কেশ** -এর নামে উল্লেখ্য **দলিল নং ২৫৪-২০১০ সালের,** রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার মন্তেশ্বর অফিসে, জেলা : বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এরিয়া ৬৪ শতক কমবেশি মৌজা - সিজনা, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং ৩১৬ এবং ৭২৮, প্লট নং ৭৮৪, থানা মন্তেশ্বর, জেলা বর্ধমান। --অংশ **অংশ-২:** ঋণগ্রহীতা **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে উল্লেখ দলিল নং ৩৫৫ -২০০৯ সালের, ৩৫৭-২০০৯ সালের, ৪৫২-২০০৯ সালের,** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার মন্তেশ্বর, জেলা বর্ধমান। --সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এরিয়া ২৬৫ শতক কমবেশি মৌজা- মূলাগ্রাম এবং সিজনা, জেএল নং ২৫ এবং ২৬, খতিয়ান নং ৯৫১, ১৬৪৪, ২৫১২, ৩৮৪, ৪৩৩, ৮২, ৪৯৩, প্লট নং ৮১০, ৮১৪, ৭৮৫, থানা : মন্তেশ্বর,জেলা বর্ধমান। **অংশ-৩:** সম্পত্তি **শ্রী শ্রীকান্ত কেশ** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য **দলিল নং ১২৬৩ -২০১২ সালের, ১২৬৪ -২০১২ সালের এবং ১২৬৬ -২০১২ সালের,** অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার মন্তেশ্বর অফিসে, জেলা বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এরিয়া ৩৬ শতক কমবেশি মৌজা- সিজনা, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ৪০, এবং ২৮৫, প্লট নং ৭৮৪/৯৭৪, এবং এরিয়া ৪০ শতক কমবেশি মৌজা- সিজনা, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৫৭, প্লট নং ৭৮৪, থানা: মন্তেশ্বর, জেলা বর্ধমান। **মোট এরিয়া জমির : ৪.০৫ একর** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অংশ-১, অংশ -২ এবং অংশ-৩ উল্লিখিত মতে একই সীমা পাঁচিল অধীন। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	৮,৩৮,৮৭,৮৩১.০০ টাকা **(আট কোটি আটত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার আটসো একত্রিশ টাকা) ২৮.০২.২০১৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ ২৯.০২.২০১৪ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি এবং ২৮.০২.২০১৪ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২১	৩,৩০,০০,০০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য কর ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
৩	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **ক) শ্রীমতী অপর্ণা মল্লিক** স্বামী শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক **খ) শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক** পিতা শ্রী ধর্মদাস মল্লিক উভয়ের ঠিকানা - ৪৬০এ, লোকো রেলওয়ে কলোনি, আমবাগান, চারতলা কোয়ার্টার নং৪৬০/বি, পো. এবং থানা এবং জেলা - বর্ধমান, পব - ৭১৩১০১ **আরও ঠিকানা** - গ্রাম - নারিগ্রাম, দাসপাড়া, পো-সাধনপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৭৭২ বর্গফুট (বাস্তু) তদস্থিত ভবন ,মৌজা- নারি, জেএল নং ৭০, সাবেক আরএস খতিয়ান নং ১০৭, হাল এলআর খতিয়ান নং ৬৪৪৮ এবং ৬৪৪৯, আর এস প্লট নং ২০০৬, এলআর প্লট নং ৩০৬২, রায়ান-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং জেলা : বর্ধমান, বিস্তারিত **দলিল নং আই-৮৪৯৭ -২০১৭ সালের, সম্পত্তি শ্রীমতি অপর্ণা মল্লিক এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বাবলু পার এর ভবন। পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ। দক্ষিণে : ৩ ফুট চওড়া চলার পথ। পশ্চিমে : অংশ প্লট নং ৩০৬২। **এসএ নং ৪৫২ - ২০২২ সালের দাখিলকৃত মহামান্য ডিআরটি-২, কলকাতা সমীপে অমীমাংসিত বিচারাধীন। যাহোক বিক্রয় নোটিশে কোনও স্থগিতাদেশ নেই (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**১৭,৩২,০১৭.০০ টাকা (সতেরো লাখ বত্রিশ হাজার সতেরো টাকা) ০৪.০৪.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ ০৫.০৪.২০২২ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয় চার্জ শুল্ক ইত্যাদি এবং ০৪.০৪.২০২২ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২১	১৯, ০০,০০০.০০ টাকা ১,৯০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
৪	**ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স আরবান ফ্যাশন** **স্বত্বাধিকারী - অমলেন্দু টিকাদার** রামকৃষ্ণপল্লী, গ্রাম - কেওটা, পো-সাহাগঞ্জ, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পব-৭১২১০৪	পুনরাধিকৃত মেশিনারিজ নিম্নোক্ত মতে : ১) হাই স্পিড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন-২টি। ২) রিউয়িন্ডার মেশিন। ৩) লিঙ্কিং মেশিন। ৪) পোর্টেবল বয়লার ২ কেভি। ৫) ওয়াশার এক্সট্র্যাক্টর। ৬) থাম্বলার ড্রায়ার (বুশ) -৭ কেজি। ৭) হাই স্পিড সিউইং মেশিন -২ টি। ৮) সপ্লিট এসি। ৯) ইউপিএস (ইনভার্টার) ৩ কেভিএ। ১০) কম্পিউটার এবং ইউপিএস। ১১) ব্যাটারি ২৬ এএইচ/১২ ভোল্ট-৬টি। **(মেশিন সকল স্বত্ব দখলীকৃত)**	৪০,৬৩,৯৮৪.০০ টাকা **(চল্লিশ লাখ তেষট্টি হাজার নয়শো চুরাশি টাকা) ১৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ ১৭.০৫.২০২৫ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এবং ১৬.০৫.২০২৫ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত।	১৯,৫০,০০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য কর ১,৯৫,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭১১৫২১ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
৫	**ঋণগ্রহীতা :** **সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি** নিবন্ধিত অফিস : আমলা পাড়া বাইলেন, জৈন মন্দির গলির নিকট, শহর - পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২৩১০১ **অংশীদারগণ-ক)শ্রী রীতেশ আগারওয়ালা** পিতা - হরিশঙ্কর, ঠিকানা-ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, সেকেন্ড ফ্লোর, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪, **আরও ঠিকানা - ৩৩/৬বি** জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪, **খ) শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী হরি শংকর আগরওয়ালা, ঠিকানা-ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, সেকেন্ড ফ্লোর, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪, **গ) শ্রী রাহুল সারওগি,** পিতা-স্বরূপ কুমার সারওগি, ঠিকানা -সারাওগি হাউস, থানা লেন, পুরুলিয়া পৌরসভা, ওয়ার্ড-১৩, পুরুলিয়া- ৭৩২১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট /ইউনিট নং এ (২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং স্পেস, ২ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন এবং ১ ব্যালকনি এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস বন্টিত স্লট নং ৪৭০ পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট এসবিএ) এবং বসবাসের ফ্ল্যাট / ইউনিট নং এইচ (২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং স্পেস, ২ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি (সংযুক্ত ফ্ল্যাট) পরিমাপ মোট এরিয়া ২০৩০ বর্গফুট এসবিএ (ফ্ল্যাট /ইউনিট এ-১০১৫ বর্গ ফুট এসবিএ এবং ফ্ল্যাট/ইউনিট এইচ-১০১৫ বর্গফুট এসবিএ) তিনতলায়, টাওয়ার /ভবন নং ২৭, জেনেক্স ভ্যালি এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পুরষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমি এবং চাতাল এর ভবন নং ২৭ উক্ত প্রেমিসেস ২০ ফুট চওড়া চলার পথ এবং অন্যান্য সুবিধা সহ অবস্থিত ৩৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, ঠাকুরপুকুর, মৌজা- জোকা, সার্ভে নং জেএল নং ২১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪, বিস্তারিত **স্বত্ব দলিল নং ০৫৫৪৭, সম্পত্তি শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা এর নামে** রেজিস্ট্রিকৃত ০২.০৬.২০১০ তারিখে (বুক নং ১, ভলুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ২৩০২ থেকে ২৩৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এবং **স্বত্ব দলিল নং ০৬৪৫৪, সম্পত্তি শ্রী রীতেশ আগরওয়ালা এর নামে** রেজিস্ট্রিকৃত ১২.০৭.২০১১ তারিখে (বুক নং ১, ভলুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৭৪২ থেকে ৭৭৮, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,) **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রবেশ পথ, সিঁড়ি, লিফট এবং লবি। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	৪,০০,৭৯,২৮০.০০ টাকা (চার কোটি উনআশি হাজার দুসো আশি টাকা) **০১.০৬.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ শুল্ক, ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭১১১০২	৬১,১৭,০০০.০০ টাকা ৬,১১,৭০০.০০ টাকা ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
৬	**ঋণগ্রহীতা :** **লিলি দে** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা সুবল দে-র আইনসম্মত উত্তরাধিকারী) ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য় তল, ২১৩/১ বি.বি. স্ট্রিট, বাস স্ট্যান্ডের কাছে, পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৩২ **শুভঙ্কর দে** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা সুবল দে-র আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এমএনজি কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য় তল, ২১৩/১ বি.বি. স্ট্রিট, বাস স্ট্যান্ডের কাছে, পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৩২ **লিলি দে** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা সুবল দে-র আইনসম্মত উত্তরাধিকারী) ৯০ হিরেন নাগ সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং, ভদ্রকালী, হুগলি-৭১২২৩২ **শুভঙ্কর দে** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা সুবল দে-র আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এমএনজি কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) ৯০ হিরেন নাগ সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং, ভদ্রকালী, হুগলি, পিন-৭১২২৩২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১০১ , ২য়তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২২.৪ বর্গফুট কমবেশি, হোল্ডিং নং ২১৩/১, বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পিন -৭১২২৩২, দাগ নং ৩৭০৯ এবং ৩৭০৫, এলআর দাগ নং ৬৫৩৭ এবং ৬৫৩৫, খতিয়ান নং ১১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৩১২, মৌজা - কোৎরঙ গ্রাম, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা অধীন, বিস্তারিত **দলিল নং ০৬২১০০৬৬৮** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ২১৬৭২ থেকে ২১৭০২-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি। **সম্পত্তি সুবল দে এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট,। দক্ষিণে : প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং ভ্রাতাদের ভবন। পশ্চিমে : বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট। পূর্বে : শ্রী কেদার বিশ্বাসের জমি সম্পত্তি। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**১৮,১৬,৫০৪.০০ টাকা (আঠারো লাখ ষোলো হাজার পাঁচশো চার টাকা) ১৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী** সহ ১৭.১০.২০২৩ থেকে অতিরিক্ত সুদ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি এবং ১৬.১০.২০২৩ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত।	২০,৬৪,০০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য কর ২,০৬,৪০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি. ৯৬৭৪৭১১৫২১ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬
৭	**ঋণগ্রহীতা(গণ) :** **ক) শ্রী সুরজিৎ বোস** পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোস ২৪/১, পদ্ম কুমার রায় চৌধুরী লেন (ল্যান্ডমার্ক -বোটানিক্যাল গার্ডেন), জেলা - হাওড়া, পব-৭১১১০৩ **খ) শ্রীমতি মধুমিতা দাস ওরফে মধুমিতা বোস** স্বামী - শ্রী সুরজিৎ বোস উভয়ের ঠিকানা - ২৯এ, এনকে ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো. এবং থানা - রিষড়া, জেলা - হুগলি, পব - ৭১২২৪৮ আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৯/৪, ড. পিটি লাহা স্ট্রিট, পো. এবং থানা রিষড়া, জেলা - হুগলি, পব - ৭১২২৪৮ **শ্রীমতি মধুমিতা দাস ওরফে মধুমিতা বোস** স্বামী - শ্রী সুরজিৎ বোস **ঠিকানা** - হোল্ডিং নং ১৯/৪, ড. পিটি লাহা স্ট্রিট, পো. এবং থানা রিষড়া, জেলা - হুগলি, পব - ৭১২২৪৮	এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০২ অবস্থিত চতুর্থতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, বহুতল ভবনে নাম **“জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট”**, মোট পরিমাপ ১৭৯৪ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ১৪৩৫ বর্গফুট এবং ৩৫৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ৩ রুম, ১ ডাইনিং ততা লিভিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ২ জানালা বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ, অবস্থিত মৌজা- রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ৬০৭৬ এবং ৬০৭৭, আরএস খতিয়ান নং ১৭৭৮, এলআর দাগ নং ১৫৫৫৪ এবং ১৫৫৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৭১৯, ১৪১৪০ এবং ৯০৩৩, রিষড়া পুরসভা অধীন পুরসভা হোল্ডিং নং ১৯/৪,ডা. পিটি লাহা স্ট্রিট, পো অফিস এবং থানা : রিষড়া, জেলা হুগলি, বিস্তারিথ **দলিল নং ০৬০২০৪৯২২,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০২-২০২২, পৃষ্ঠা নং ১৩২২২২ থেকে ১৩২২৫৭-২০২২ সালের, নথিভুক্ত ডিএসআর-২, হুগলি, সম্পত্তি **শ্রী সুরজিৎ বোস,** পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোস এবং **শ্রীমতি মধুমিতা দাস ওরফে শ্রীমতি মধুমিতা বোস,** স্বামী শ্রী সুরজিৎ বোস এর নামে। **উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : লিফট এবং সিঁড়ি। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৩০১। দক্ষিণে : অ্যাপার্টমেন্টের সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা। পশ্চিমে : অ্যাপার্টমেন্টের সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	৪৩,২৪,৬৭৬.০০ টাকা **(তেতাল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর টাকা) ০৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি ০৭.০২.২০২৫ থেকে এবং ০৬.০২.২০২৫ থেকে আদায়দত্ত পরিমাণ ব্যতীত । যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২১	৪৪,৮৭,০০০.০০ টাকা ৪,৪৮,৭০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৪.০৪.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://sbi.bank.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৪.০৪.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

মাটি মাফিয়া থেকে নিকাশি, হাজারো সমস্যায় জেরবার চণ্ডীতলার বাসিন্দারা

স্বাতী খন্দকার, তৃণমূল প্রার্থী

দেবাশিস মুখার্জি, বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

একদিকে ডানকুনি শিল্পাঞ্চল। দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ছোট থেকে মাঝারি অনেক শিল্প কারখানা। অন্যদিকে পশ্চিম দিকে গ্রামাঞ্চলের কৃষি বলয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা হুগলি জেলার চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্র। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০০৯ সালে গড়ে ওঠে ডানকুনি পুরসভা। এই পুরসভা সহ চণ্ডীতলা ২ নম্বর ব্লকের ৬টি এবং চণ্ডীতলা ১ ব্লকের ৫ টি পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র। তবে ডানকুনি শিল্পাঞ্চল এখন ধুঁকছে। ডানকুনির দুই বৃহৎ শিল্পের একটি ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স বন্ধ। আর বাংলার ঐতিহ্যশালী আর একটি শিল্প ডানকুনি মাদার ডেয়ারি রুগ্ন প্রায়। এদিকে বহু শ্রমিকের কাজের ঠিকানা ছিল এই শিল্পাঞ্চল ঘিরে। এখন উৎপাদন নির্ভর শিল্প কারখানার বদলে বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট করা জিনিসপত্রের প্যাকেজিং ও বিক্রির ওয়ারহাউসের রমরমা। আর এখানে বেশিরভাগ ঠিকা শ্রমিককে দিয়ে কাজ চালানো হয়। কাজের সময় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ ঘণ্টা। সঙ্গে রয়েছে শ্রমিক শোষণ। আর এ ব্যাপারে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও বিধায়ক-সাংসদের কোনও ভূমিকা নেই। গ্রামাঞ্চল থেকে বহু যুবক স্বল্প মজুরিতে এখানে কাজ করতে আসেন। তবে এদের কোনও নিরাপত্তা নেই, নেই কোনও ভবিষ্যত।

এদিকে ডানকুনি পুরসভার গঠনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ১৬ বছর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালনা করছে। কিন্তু নাগরিক পরিষেবা বড়ই বেহাল। পুরসভার বড় অংশ বর্ষায় হাবুডুবু অবস্থা। রাস্তা ঘাট, বাড়ির উঠোন, এমনকি ঘরের মেঝেও চলে যায় জলের তলায়। কারণ, নিকাশি ব্যবস্থার কোনও নজর নেই। সব মিলিয়ে জলযন্ত্রণায় দুর্ভোগে পড়েন নাগরিকরা। বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ডানকুনির নিকাশি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবিতে বহুবার বিক্ষোভ, কনভেনশন এবং পুরসভায় ডেপুটেশন দিলেও প্রশাসনের তরফে হেলদোল নেই। এখনো জমা জল নিকাশির কোনও মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে উঠতেই পারেনি সরকার।

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের উপর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল ডানকুনি উড়ালপুল। হুগলি জেলার পশ্চিম অংশের ব্লকগুলির পাশপাশি দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলির সহজেই শহর কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। কিন্তু তৃণমূলের আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সংকুচিত হয়েছে। যেমন, জনাই - ডানলপ এম নাইন, শ্রীরামপুর- ডোমজুড় , ভগবতীপুর- উত্তরপাড়া রুটের বাস পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় যাত্রী পরিবহণে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বেশি খরচ করে মানুষকে কাটা সার্ভিসে দুর্ভোগের মধ্যে চলাচল করতে হয়। চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ২০১১ সালের পর থেকে আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবাও গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এখানে পরিষেবা না পেয়ে রোগী নিয়ে মানুষকে নার্সিংহোম ও দূরবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। জনাই বাকসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাম আমলে ২৫ বেডের রোগী ভর্তি ও প্রয়োজনীয় স্টাফের ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন রোগী ভর্তি বন্ধ হয়ে গেছে এবং ডাক্তারও অনিয়মিত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কৃষ্ণরামপুর থেকে জনাই সুবেদার মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে নয়নজুলি বন্ধ করে শাসক দলের মদতে প্লটিং করা হয়েছে। জমি মাফিয়ারা জমি কিনে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে চাষাবাদ বন্ধ করেছে। এর ফলে নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা। এছাড়া চণ্ডীতলার বিভিন্ন মাঠে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে মাটি কাটার ফলে চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে। মাঠের চালু অনেক ডিপ টিউবওয়েল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রশাসনের মদতে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কৃষকরা ক্ষুব্ধ।

এবার চণ্ডীতলা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত এবং আইএসএফ ও সিপিআই (এমএল) সমর্থিত সিপিআই (এম) প্রার্থী সেখ আসিফ আলি। বাড়ি চণ্ডীতলারই পাঁচঘড়া পঞ্চায়েতের বড়তাজপুর গ্রামে। তিনি অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে চণ্ডীতলা ১ নং ব্লকের আলিপুর সতীশচন্দ্র পাল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ছাত্র জীবনে এসএফআই কর্মী হিসাবে রাজনীতি জীবন শুরু। বর্তমানে সিপিআই (এম) নেতা। পাঁচঘড়া পঞ্চায়েতের সিপিআই(এম)সদস্য ও বিরোধী দলনেতা। মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। বামপ্রার্থী আসিফ আলির প্রচার ঘিরে জনাই, বাকসা, ডানকুনি সহ বিভিন্ন এলাকায় উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল নজরকাড়া। স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এসে প্রার্থীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার পাশাপাশি অনেকেই এলাকার সমস্যার কথাও প্রার্থীকে জানান। স্থানীয়রা দাবি করেন, ডানকুনিতে ৮ নং রেল গেটে আন্ডারপাস নির্মাণ, ডানকুনি পুরসভা এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, ডানকুনিতে কলকারখানা স্থাপন ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এখানে কাজের ব্যবস্থা করা। স্থানীয়দের দাবি শুনে তিনি জানান, তৃণমূল সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ। বেগমপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্প উঠে যাবার মুখে। রাজ্যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হচ্ছে। কৃষক ফসল ফলিয়ে লাভ পাচ্ছেন না। আলুর দাম নেই, বিক্রি হচ্ছে না। মাঠেই জোর করে ফেলে রাখা আছে। পঞ্চায়েতগুলির এসএইচজি গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহজে শর্তে ঋণের সুযোগ গরিব মানুষ পাচ্ছেন না। ফলে সর্বত্রই মাইক্রোফাইন্যান্সের দাপট বেড়ে চলেছে। বিজেপি ও তৃণমূলের নীতির ফলে গরিব মানুষের উপর সঙ্কটের বোঝা বাড়ছে। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাস্ত করে লাল ব্রিগেডকে শক্তিশালী করলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হবে। আর এর থেকে স্পষ্ট চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তিন বারের তৃণমূল বিধায়ক স্বাতী খন্দকারের বিরুদ্ধে বিধানসভা এলাকার সর্বত্রই মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ স্পষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, এলাকার উন্নয়নে কোন নজর দেন না। তার উপর এলাকায় কোন যোগাযোগ রাখেন না। নির্বাচন এলে দেখা যায়। ভোট মিটে গেলে দেখা মেলে না। আর সেই কারণেই এবার বামপ্রার্থী আসিফ আলির জন্য প্রচারে নেমেছেন চণ্ডীতলার প্রাক্তন সিপিআই(এম) বিধায়ক ভক্তরাম পান। আসিফ আলির পাশে থেকে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে বড় ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা জানার পাশপাশি ভরসা জোগাচ্ছেন ক্ষমতায় এলে এই সব সমস্যা দূর করার। বামেদের সময় কী কী কাজ হয়েছিল তাও তুলে ধরেন তাঁর ছোট্ট আলাপচারিতায়। সঙ্গে এও জানান, 'বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটে। সুচিয়া বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অনেক লড়াই করে স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ সরস্বতী নদী সংস্কারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার ৩২.১০ কোটি টাকা অনুমোদন করে, কাজও শুরু হয়। সরকার পরিবর্তনের পর তা স্থগিত হয়ে যায়। দু'পারে সেচ দফতরের জমি বেদখল হচ্ছে। ডানকুনি খাল, জনাই বেসিন, গোকুলপুর, উষ্ণরামপুর খাল বর্জ্য পদার্থে ঢেকে গেছে। প্রশাসন স্থবির। খালের পাশে চাষাবাদ বন্ধ, সঙ্গে এলাকাবাসী দূষণ যন্ত্রণার শিকার। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে গ্রাম-শহরে অধিকাংশ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। বহু টাকা খরচ করে সংস্কার হলেও কাটমানির দৌরাত্ম্যে এক বছর টেঁকে না। পশ্চিমবঙ্গ আজ শাসকের কাছে শর্তহীন আনুগত্য, ভয় আর আতঙ্কের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভূখণ্ড। প্রজ্জ্বলিত আলো আনার জন্য সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

তবে সিপিআইএমের তরফ থেকে যাই দাবি করা হোক না কেন, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত হুগলির জেলার এই চণ্ডীতলা। পর পর তিনবার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, যিনি তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ আকবর আলি খন্দকারের স্ত্রী। ২০২৬-এও স্বাতী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। গতবার বিজেপি তাদের তারকা প্রার্থী যশ দাশগুপ্তকে দাঁড় করিয়ে বাজিমাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ী হন স্বাতী। তবে এবার আর কোনও তারকা প্রার্থী নয়। স্বাতীর বিপরীতে বিজেপির প্রার্থী এবার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সাল থেকে ভোটের লড়াইয়ে স্বাতী খন্দকার। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের বছরে প্রথমবার জেতেন। ব্যবধান ছিল প্রায় ১৭ হাজার। ২০১৬ সালে ব্যবধান কিছুটা কমেছিল। সেটা অনেকটাই বাড়িয়ে নেন ২১-এর নির্বাচনে। এ বারেও চতুর্থবার জেতার ব্যাপারে প্রত্যয়ী তিনি। গত পাঁচ বছর ধরে এই বিধানসভার জন্য যা কাজ করেছেন, তার নিরিখেই মানুষ ফের আশীর্বাদ করবেন বলে দাবি তাঁর। পাশাপাশি স্বাতী এও জানান, 'দল আমার উপর আস্থা রেখেছে বলেই আবার টিকিট দিয়েছে। এ বার ৬০-৬২ হাজার ব্যবধানে জিতব। আমি জিতলে চণ্ডীতলা হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল করা হবে এবং এখানে ডিগ্রি কলেজ করার ইচ্ছা আছে।' বিরোধীদের দাবি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জন্য এ বার বেগ পেতে হবে তাঁকে। স্বাতীর উত্তর, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন সবাই জানে। ২৯ তারিখ মানুষ বুঝিয়ে দেবেন।'

উল্টোদিকে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, '১৫ বছর যা করতে পারেননি এখন তৃণমূল প্রার্থী কী করে করবেন তা নিয়ে। এর পাশাপাশি তিনি এও জানতে চান, তা হলে কি ১৫ বছর তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী স্বাতী। সঙ্গে এও জানান, 'আমি হাসপাতালে আধুনিকীকরণের দাবি তুলেছি বলে তিনি এখন এই কথা বলছেন। তিনি কোনওদিনই করতে পারবেন না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে চণ্ডীতলা হাসপাতালের আধুনিকীকরণ হবে।'

চণ্ডীতলার ইতিহাস বলছে, আদতে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর সাবডিভিশনের একটি জেনারেল ক্যাটেগরির বিধানসভা কেন্দ্র হল চণ্ডীতলা। এটি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে একটি। চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে ডানকুনি পৌরসভা, চণ্ডীতলা ১ ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং চণ্ডীতলা ২ ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত। মাথায় রাখতে হবে যে, চণ্ডীতলা একটি আধা-শহুরে এলাকা। চণ্ডীতলা হুগলি জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। এ এখানকার ভূখণ্ড সমতল ও উর্বর, যা হুগলি নদী এবং তার শাখানদীগুলো দ্বারা পুষ্ট। স্থানীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা এখনও বিদ্যমান, যদিও ডানকুনি শহরের উপস্থিতির কারণে শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ডানকুনি একটি প্রধান পরিবহণ কেন্দ্র, যেখানে একটি বড় রেল জংশন এবং জাতীয় সড়ক ১৯ ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। চণ্ডীতলা মহকুমা সদর শ্রীরামপুর থেকে প্রায় ১৩ কিমি এবং জেলা সদর চুঁচুড়া থেকে ৩৬ কিমি দূরে অবস্থিত। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা প্রায় ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত এবং সড়ক ও রেলপথে সেখানে সহজেই পৌঁছানো যায়।অন্যান্য নিকটবর্তী শহরগুলির মধ্যে রয়েছে ১৫ কিমি দূরে বালি এবং ২০ কিমি দূরে হাওড়া। ডানকুনি থেকে শহরতলির ট্রেনের মাধ্যমে এই এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো, যা এক ঘণ্টারও কম সময়ে চণ্ডীতলাকে হাওড়া ও কলকাতার সাথে সংযুক্ত করে। তবে ডানকুনি শহরের উপস্থিতি এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। আর সবথেকে বড় কথা হল, ডানকুনি হল একটি বড় ট্রান্সপোর্ট হাব। এটি বড় রেলওয়ে জংশন। শুধু তাই নয়, এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ১৯ ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে। কলকাতা থেকে চণ্ডীতলার দূরত্ব ২৫ কিমি।

আর এই সব কারণেই বছরের পর বছর ধরে কলকাতা থেকে মানুষ এসে চণ্ডীতলায় বাস করছেন। আসলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যারা কলকাতার খরচ সামলাতে পারেন না, তারা এখানে চলে এসেছেন। ডানকুনি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চণ্ডীতলা কলকাতার একটি উপশহর হিসেবে কাজ করে। এখানকার ঘরের ভাড়া কম। বিশেষ করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা, যারা ভাড়ার খরচ বাঁচাতে এখানে চলে এসেছেন অথবা আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য শহরে নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। ডানকুনি শহরকে কেন্দ্র করে চণ্ডীতলা কলকাতার একটি উপশহরীয় সম্প্রসারণ হিসেবে কাজ করে এবং একে প্রায়শই কলকাতার স্যাটেলাইট বেল্টের অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

চণ্ডীতলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬২ সালের নির্বাচনের আগে চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে এটি ১৫টি বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) এই আসনে সাতবার জয়লাভ করেছে, অপরদিকে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকে তিনবার করে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া নির্দল প্রার্থী আব্দুল লতিফ ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দুইবার এই আসনে জিতেছিলেন।

এরপর স্বাতী খন্দকরকে প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস চণ্ডীতলা আসন থেকে টানা তিনবার জয়ও পায়। তিনি ২০১১ সালে ১৬,৯২০ ভোটে এবং ২০১৬ সালে ১৪,১৭৬ ভোটের ব্যবধানে সিপিআই(এম)-এর মহম্মদ শেখ আজিম আলিকে দুবার পরাজিত করেন। বিজেপি, যারা ২০১১ এবং ২০১৬ সালে যথাক্রমে ৩.২৯ শতাংশ এবং ৬.৭৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, তারা ২০২১ সালে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোটকে পেছনে ফেলে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হলেও কোনও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। স্বাতী বিজেপির দেবাশিস দাশগুপ্তকে ৪১,৩৪৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেন।

চণ্ডীতলা কেন্দ্রের ভোটের প্রবণতাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ আধিপত্য দৃশ্যমান, যেখানে দলটি ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া চারটি লোকসভা নির্বাচনে কোনও গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়তেই হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯ সালে দলটি সিপিআই(এম)-এর চেয়ে ১৪,৮৬২ ভোটে এবং ২০১৪ সালে ১৬,০৩০ ভোটে এগিয়ে ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেওয়ায় বিজেপি সিপিআই(এম)-কে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। ২০১৯ সালে দলটি বিজেপির চেয়ে ১৭,২১৬ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ৩৫,৩৫০ ভোটে এগিয়ে ছিল।

২০২৪ সালে চণ্ডীতলায় নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৭২,৪০৫ জন। যা ২০২১ সালের ২,৬৩,২৫৭ জন। তথ্য অনুসারে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ২,৬৩,১৮১ জন নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে ১,৩৩,৬৪২ জন ছিলেন পুরুষ। ১,২৯,৫৩৬ জন মহিলা এবং ৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের। এর আগে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ২,৪০,৩৮৩ জন নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন, যাদের মধ্যে ১,২৪,২৭৮ জন পুরুষ, ১,১৬,১০৫ জন মহিলা। আর ২০১১ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট ২,০২,০৪৭ জন নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন, যাদের মধ্যে ১,০৫,৮৩৯ জন পুরুষ, ৯৬,২০৮ জন মহিলা।

আর মোট ভোটারের মধ্যে ২৮.১০ শতাংশ মুসলিম, যা বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বড় ফ্যাক্টর। এরপরেই রয়েছে ১৪.৪৮ শতাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটার। যদিও চণ্ডীতলা নিজে একটি আধা-শহুরে শহর, এই নির্বাচনী এলাকাটি মূলত শহরকেন্দ্রিক, যেখানে ৭৪.০৪ শতাংশ ভোটার শহুরে এবং ২৫.৯৪ শতাংশ গ্রামীণ। ভোটদানের হার বরাবরই বেশি ছিল, যা ২০১১ সালে ৮১.৫২ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৭৯.১৮ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৭.০৪ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৭৮.৬৭ শতাংশ ছিল।

এখন এই চণ্ডীতলা বিধানসভার বাসিন্দাদের কাছে বড় আলোচনার বিষয়, বিজেপির নতুন প্রার্থী আদৌ কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবেন কি না তিনবারের জয়ী প্রার্থীকে। তবে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যয়ী দেবাশিসের উত্তর, 'স্বাতী আমার রাজনৈতিক সতীর্থ ছিলেন। তাঁর অনেক আগে থেকে আমি রাজনীতি করছি। ১৯৮৩ সাল থেকে আমি রাজনীতি করছি। তখন আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। লড়াই কোনও কঠিন নয়। মানুষ ভোট দেবেন, ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন। এ বার পরিবর্তনের লড়াই, বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই।' তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০০৯ সালের পর থেকে চণ্ডীতলা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে বিজেপি প্রধান বিরোধী হিসেবে উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও পরিসংখ্যানের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল। বাম আর কংগ্রেস যদি মুসলিম ভোট না ভাঙতে পারে, তাহলে কোনও চান্সই নেই বিজেপির কাছে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
স্বাতী খন্দকার	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৩,১১৮	৪৯.৭৯ %
যশ দাশগুপ্ত	বিজেপি	৬১,৭৭১	২৯.৮৩ %
মহম্মদ সেলিম	সিপিএম	৩৭,১৬১	১৭.৯৪ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,১৫৬	০১.০৪ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
চণ্ডীতলা	২,৭২,৪০৫	২,৫৪,০৭৭	২,৫২,২৮৬

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

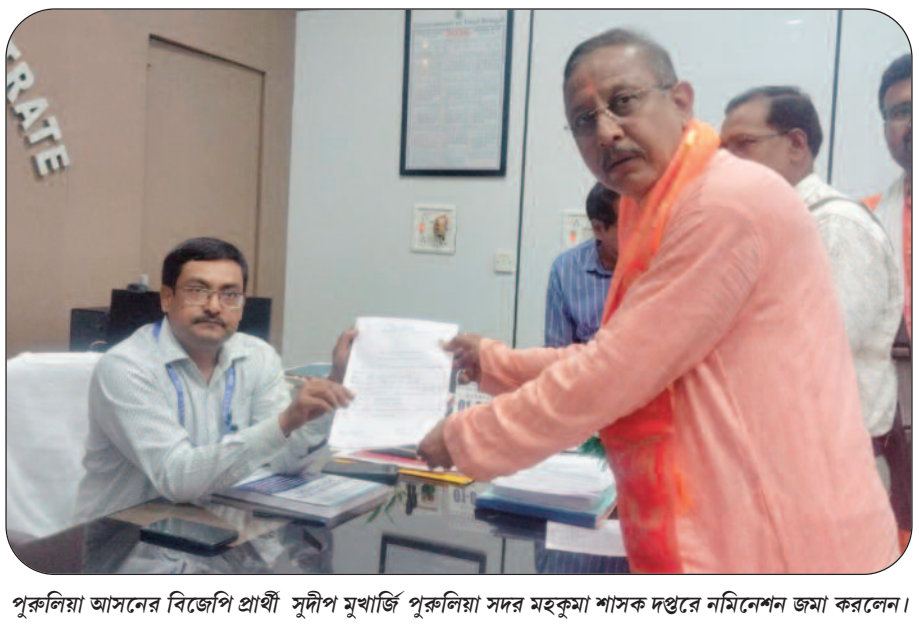
পুরুলিয়া আসনের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ মুখার্জি পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক দপ্তরে নমিনেশন জমা করলেন।

বলরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো নমিনেশন জমার পথে।

নমিনেশন জমা দেওয়ার পথে জয়পুর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট সমর্থিত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ধীরেন্দ্র নাথ মাহাতো।